পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 70 Sunday, 9 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৭০ সংখ্যা ❋ ২৬ মাঘ ১৪৩১, রবিবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

এক প্ল্যাটফর্মেই সব প্রশ্নের সমাধান

শিল্প বিনিয়োগে গতি আনতে কোমর বাঁধছে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শিল্পে বিনিয়োগের গতি বাড়াতে তৎপর রাজ্য সরকার। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আসা

বিনিয়োগ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করতে 'স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটি' গঠন হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য শিল্পে বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাকে আরও মসৃণ করা। এবছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এবার ৪ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। সম্মেলন থেকে আসা বিনিয়োগ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করতে 'স্টেট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটি' গঠন করা হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে মাথায় রেখে ১৮ জনের এই কমিটিতে থাকছেন শিল্প, অর্থ, বিদুৎ-সহ একাধিক দপ্তরের সচিব। থাকছেন রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তারাও। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট আরও কাউকে যাতে কমিটিতে আনা যায়, সেই জায়গাও রাখা হয়েছে। কী সুবিধা দেবে এই সিনার্জি? মূল লক্ষ্য, বিনিয়োগের প্রস্তাব এবং ব্যবসায়িক বিষয় সংক্রান্ত যে কোনও পরিষেবার জন্য কেঃদ্রীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি। অনলাইনে বিনিয়োগ প্রস্তাব জমা করা যাবে। তৈরি হয়েছে ওয়েবসাইটও। সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের ছাড়পত্রের জন্য এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ঘুরতে হয়। এবার সেই ঘোরাঘুরি বন্ধ করতেই এই সিনার্জি তৈরি করা হল। যারা সম্পূর্ণ বিষয়টি দেখভাল করবে। শুধু পরিকল্পনা নয়, দ্রুত গতিতে যাতে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ম নজর রাখবে এই সিনার্জি। অনলাইনে খতিয়ে দেখা হবে ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোনও ধরনের অভিযোগ। ১৪ দিন অন্তর রিভিউ মিটিংয়ে বসবে তারা। খতিয়ে দেখবে কাজের অগ্রগতি। শুরু রাজ্যস্তরে নয়, জেলাস্তরেও সিনার্জি তৈরি হবে। বিগত সাতটি বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এর মধ্যে ১২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে এবারের সম্মেলনে আসা প্রস্তাবগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, তার জন্যই দ্রুত এই কমিটি গঠন করা হল। শীঘ্রই এই কমিটির বৈঠক হবে।

জনশক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নয়নের জয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর রাজধানীর জনতাকে ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, জনশক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, উন্নয়নের জয়, সুশাসনের বিজয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, এই দুর্দান্ত ও ঐতিহাসিক জনাদেশের জন্য আমি আমার প্রিয় দিল্লির বোন এবং ভাইদের কাছে প্রণাম করছি। এই আশীর্বাদ পেয়ে আমরা নম্র এবং সম্মানিত। এটা আমাদের গ্যারান্টি যে, আমরা দিল্লির উন্নয়নে, মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং বিকশিত ভারত গড়তে দিল্লির যে প্রধান ভূমিকা রয়েছে তা নিশ্চিত করতে আমরা কোনও খামতি রাখব না।

কলেজ সার্ভিস কমিশনের ফল প্রকাশিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রয়ারি ঃ সাত সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হল ' (স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট)-এর ফলাফল। শনিবার কলেজ সার্ভিস কমিশন এই পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। পরীক্ষার্থীরা কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি ফলাফল দেখতে পারবেন। এই পরীক্ষায় মোট ৫৮,৮৬৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে ৩,২৮২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। সফল পরীক্ষার্থীরা মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন। কলেজ সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসে আবারও সেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেট পরীক্ষাটি একটি রাজ্য স্তরের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা, যার মাধ্যমে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ' প্রফেসর' পদে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়। এই পরীক্ষাটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন (ডব্লিউবিসিএসসি)। এই পরীক্ষাও দু'টি পেপারের উপর নেওয়া হয়।

গেরুয়া সুনামিতে ভেসে গিয়েছে ঝাঁটা

দিল্লিতে গেরুয়া ঝড়ে বার্তা মোদির, হার স্বীকার কেজরির

নয়দিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজধানীতে গেরুয়া সুনামিতে ভেসে গিয়েছে ঝাঁটা। ৭০ আসনের দিল্লিতে ৪৮টির বেশি আসনে এগিয়ে বিজেপি। অন্যদিকে মাত্র ২২ আসনে এগিয়ে আপ। ধরাশায়ী হয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার দিল্লিতে ভোট গণনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায় কোন দিকে যেতে চলেছে। বেলা বাড়তেই উসব শুরু হয়ে যায় দিল্লির বিজেপি দপ্তরের সামনে। জয় কার্যত নিশ্চিত

কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার মতো ভিভিআইপি মুখ। বিজেপির এই বিরাট সাফল্যের পর এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানালেন, ' জয় বিকাশ ও সুশাসনের জয়।' অন্যদিকে, লজ্জার ফল প্রকাশ্যে আসার পর নিজের হার স্বীকার করলেন আপ প্রধান অরবিন্দ হওয়ার পর এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তা দিলেন, 'জনশক্তিই সবার উর্ধ্বে। এই জয় বিকাশ ও সুশাসনের জয়। এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য দিল্লির সকল ভাই-বোনকে আমার অভিনন্দন। আপনারা যে আশীর্বাদ ও স্নেহ দিয়েছেন তার জন্য হৃদয় থেকে ধন্যবাদ জানাই। দিল্লির সামগ্রিক উন্নয়ন ও বাসিন্দাদের জীবন উন্নত করতে আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখব না। একইসঙ্গে আমরা নিশ্চিত করব বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে দিল্লি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' পাশাপাশি বিজেপির সকল কর্মী-সমর্থককে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ' এই বিরাট জনাদেশের লক্ষ্যে রাত দিন এক করে কাজ করেছেন, বিজেপির সেই সকল কর্মীদের জন্য আমি গর্বিত। এখনও আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে দিল্লিবাসীর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করব।' প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি দলের হার স্বীকার করে এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়েছেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভোট বিপর্যয়ের পর কেজরিওয়াল বার্তা দিলেন, আমরা জনতার রায় মেনে নিয়েছি। আশা করি ওরা (বিজেপি) মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করবে। গত দশ বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে নজর দিয়েছি। বিরোধীদের ভূমিকা পালন করব। আমাদের কাছে রাজনীতি জনতার উন্নয়নের হাতিয়ার মাত্র। দলের কর্মীদের অনেক শুভেচ্ছা। তাঁরা অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক কিছু সইতে হয়েছে।

মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, বুঝিয়ে দিল দিল্লিঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর দিল্লির জনগণকে ধন্যবাদ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, মোদীজির নেতৃত্বে একটি আদর্শ রাজধানীতে পরিণত হবে দিল্লি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দিল্লিবাসী দেখিয়ে দিল, বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যায় না। জনসাধারণ নিজেদের ভোট দিয়ে নোংরা যমুনা, নোংরা পানীয় জল, ভাঙা রাস্তা, উপচে পড়া নর্দমা এবং মদের দোকানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানান, দিল্লিতে এই বিশাল জয়ের জন্য যারা দিনরাত পরিশ্রম করেছেন বিজেপির সমস্ত কর্মীদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। মোদীজির নেতৃত্বে একটি আদর্শ রাজধানীতে পরিণত হবে দিল্লি।

শিল্পের জন্য সমন্বয় কমিটি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আসা বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলি দ্রুত রূপায়নের জন্য শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় ও নতুন শিল্প গড়তে বিভিন্ন দপ্তরের ছাড়পত্র পেতে শিল্পপতিদের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার রাজ্য স্তরে একটি সমন্বয় কমিটি তৈরি করেছে। মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ এর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের স্টেট লেভেল ইনভেসমেন্ট সিনার্জি কমিটি নামে এই কমিটিতে শিল্প ছাড়াও অর্থ, বিদ্যুৎ, পরিবেশ, দমকলের মতো বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের পাশাপাশি পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের রাখা হয়েছে।পাশাপাশি জেলাস্তরেও জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি করে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটিকে রাজ্য কমিটির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য পারস্পরিক সমন্বয়ের জন্য এই কমিটি তৈরি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত পাঁচ তারিখে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছিলেন।

বড়বাজারে অস্ত্র উদ্ধারের নেপথ্যে উত্তরপ্রদেশের দুষ্কৃতী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলায় ঘটা বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের নেপথ্যে উত্তরপ্রদেশের দুষ্কৃতীরা। বড়বাজারের ঘটনা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন পুলিশ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত কিনা, ধৃতদের জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার রাতে বড়বাজার থানা এলাকার মহাত্মা গান্ধী রোড এবং আর্তার স্ট্রিটের ক্রসিংয়ের কাছ দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছিল। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল, উত্তরপ্রদেশের একদল দুষ্কৃতী অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে বড়বাজার এলাকায় কোনও অপরাধ সংঘটিত করতে চলেছে। সেইমতো রাতে গোপন অভিযান চালান এসটিএফের গোয়েন্দারা। তাঁরা উত্তরপ্রদেশের নম্বরপ্লেট লাগানো গাড়িটিকে ধাওয়া করে বড়বাজারের একটি গুরুদ্বারের কাছ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে। গাড়ির বনেট থেকে পুলিশ দুটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন এবং ১৭ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে বলে খবর। এর মধ্যে রয়েছে একটি ৯ এমএম ও একটি ৭ এমএম পিস্তল। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা হল সন্তোষ সাহানি, জিতেন্দ্র কুমার এবং মনোজ কুমার। তারা সকলেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তাদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে কলকাতায় আসার কারণ জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। তবে বড়সড় অপরাধ হওয়ার আগে তা রুখে দেওয়া এসটিএফের বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার পুলিশকে সতর্ক করেছেন, ভিনরাজ্য থেকে অস্ত্র এবং অপরাধীদের আনাগোনা বাড়ছে। সীমানাগুলিতে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর নির্দেশ মেনেই কলকাতা পুলিশের এসটিএফের কড়া নজরদারি এবং তাতেই অপরাধের ছক বানচাল হয়ে গেল যোগীরাজ্যের দুষ্কৃতীদের।

কালকাজিতে জিতে মান রাখলেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রয়ারি ঃ দিল্লির কালকাজি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শেষ পর্যন্ত জিতলেন দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির (এএপি) নেত্রী অতিশী মার্লেনা। শেষ রাউন্ড পর্যন্ত রমেশ বিধুরীর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে তাঁর। কালকাজি আসনে বিজেপির রমেশ বিধুরী এবং কংগ্রেসের অলকা লাম্বাকে হারিয়ে দিয়েছেন অতিশী। এই জয়ের পর কালকাজি কেন্দ্রের জনতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অতিশী। তিনি বলেছেন, আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য আমি কালকাজির জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার দলকে অভিনন্দন জানাই যারা 'বাহুবল'-এর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আমরা জনাদেশ মেনে নিয়েছি। আমি জিতেছি, কিন্তু এটা উদযাপন করার সময়. নয়. বরং বিজেপির বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার সময়।

নিজের নাক কেটে আপের যাত্রাভঙ্গ! নিজেরা 'শূণ্য' হয়ে কেজরিকেও 'নিঃস্ব' করল কংগ্রেস

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক ঃ দিল্লির দরবারে কি ফিরতে চলেছে বিজেপি? প্রাথমিক ট্রেন্ড সেদিকেই ইঙ্গিত করতে শুরু করেছিল। দেখা যায় আপের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে পদ্ম শিবির। বেলা গড়ালেও ক্রমেই পরিষ্কার হয় এই ট্রেন্ডই বজায় থাকবে। ২৭ বছর পরে বিজেপির দিল্লির তখতে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত। আর সেই প্রত্যাবর্তনে অন্যতম 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠছে কংগ্রেস! হরিয়ানায় কংগ্রেসের ভোট কেটেছিল আপ। এবার দিল্লিতে একই 'খেল' দেখাল হাত শিবির। ভোটকাটুয়া কংগ্রেসই হয়ে উঠল আপের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। তেমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অবশ্য কেবল কংগ্রেস নয়। এআইএমআইএমও কোনও কোনও কেন্দ্রে আপের ভোটকাটুয়া হিসেবে দেখা দিচ্ছে। যদিও প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছিল, কংগ্রেস হয়তো জোট বাঁধবে আপের সঙ্গে। কিন্তু এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রের দাবি ছিল, কংগ্রেসকে ১৫টি আসন দেবে আপ। সেই সঙ্গেই অন্য দলগুলিকে দেবে আরও ১ থেকে ২টি আসন। বাকিগুলিতে লড়বে ঝাড়ু শিবির। কিন্তু খোদ কেজরিই

এর পর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ' আদমি পার্টি দিল্লির এই নির্বাচনে নিজের শক্তি অনুযায়ী একলাই লড়বে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার কোনও সম্ভাবনাই নেই।' শেষপর্যন্ত তাই হয়। আপ একা লড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল হরিয়ানাতেও। সেখানেও ঝাড়ু শিবির ও হাত শিবিরের জোট বাঁধার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা আলাদা আলাদা করেই লড়ে ভোটে। আর সেক্ষেত্রে বহু কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভোট কেটে নেয় আপ। দেখা যায়, কেজরিওয়াল যে ১১টি কেন্দ্রে প্রচারে গিয়েছিলেন সেখানেও আপ শূন্য হাতে ফিরেছে বটে। কিন্তু ভোট পেয়েছে প্রচুর। শেষপর্যন্ত ফলাফলে দেখা গিয়েছিল বিজেপি ৪৮। কংগ্রেস ৩৭। অর্থা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল বিরাট পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। দিল্লিতে এবার হাত শিবির সেভাবেই ' নিল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিজেপি এগিয়েজয়ী ৪৮ আসনে। আপ সেখানে সব মিলিয়ে ২২! কংগ্রেসের বড়জোর একটি আসনে জেতার ইঙ্গিত করেছিল এক্সিট পোল। কিন্তু তা না ঘটলেও বিজেপির এই বিপুল জয়ের নেপথ্যে আপের 'কাঁটা' হয়ে থেকে যাবে কংগ্রেসই।

বিজেপিকে অভিনন্দন, আশা করি তাঁরা প্রত্যাশা পূরণ করবে ঃ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রয়ারি ঃ দিল্লিতে জয়ের জন্য বিজেপিকে অভিনন্দন জানালেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার এক ভিডিও বার্তায় কেজরিওয়াল বলেছেন, ' ভোটের ফল প্রকাশিত। জনতার এই রায় আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। বিজেপিকে জয়ের জন্য অভিনন্দন। যে আশা নিয়ে মানুষ তাঁদের ভোট দিয়েছেন, আশা করি তাঁরা তা পূরণ করব। গত ১০ বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি। দিল্লিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল- সব ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করেছি। অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, রাজধানীর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা করেছি। এখন দিল্লির মানুষের রায় অনুযায়ী আমরা এখানে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব। সমাজসেবা এবং মানুষের হিতার্থে কাজ চালিয়ে যাব। মানুষের সুখে-দু ঃখে পাশে থাকব। রাজনীতিতে আমরা কোনও লাভের আশা নিয়ে আসিনি। রাজনীতি হল মানুষের জন্য কাজ করার মাধ্যম। সেই কাজ আমরা করে যাব। দলের সব কর্মীকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। তাঁরা এই নির্বাচনের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন।''

রাজ্যের আগামী বাজেট নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর, আশ্বাস বিজেপি এলে আরও দেবে

পূর্ব মেদিনীপুর, ৮ ফেব্রয়ারি ঃ আগামী ১০ ফেব্রয়ারি থেকে শুরু হবে রাজ্যের বাজেট অধিবেশন। ১২ তারিখ বাজেট পেশ। বিধানসভা ভোটের আগে এটাই শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এবারের বাজেটে কী কী ঘোষণা করা হতে পারে, তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তুঙ্গে। কৌতূহল রয়েছে বিরোধী শিবিরেও। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের দেউলপোঁতা গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের জনসংযোগ যাত্রায় গিয়ে তা স্পষ্ট করলেন। এমনকী এবারের বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী চমক দিতে পারেন, তাও জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুবাবু দেউলপোঁতায় বলেন, আমি আপনাদের এখন থেকেই বলে যাচ্ছি, এবারের বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বাড়বে। মানে ১০০০ টাকা যারা পেত, তারা দেড় হাজার পাবে। এরপরই শুভেন্দুর ঘোষণা, লিখে রাখুন, আমরা ক্ষমতায় এলে সবাইকে লক্ষ্মীর ভান্ডারে তিন হাজার টাকা করে দেব। তিনি বলেন, বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরি করতে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। গত ডিসেম্বরে বাংলা আবাস যোজনায় রাজ্যের সাড়ে ১২ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েওছে রাজ্য। ওই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, সবাই জানে ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় বাড়ি তৈরি হয় না। ক্ষমতায় এলে আমরা আরও ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা করে দেব। আর যাদের নাম তালিকাতেই নেই তাদের বাড়ি তৈরির জন্য তিন লাখ টাকা করে দেব। প্রধানমন্ত্রী সুর্যোদয় আলো প্রকল্পে সোলার বিদ্যুও দেওয়া হবে, যাতে বিদ্যুতের বিল কাউকে দিতে না হয়।

শুভেন্দু বলছেন, 'এবার বদল বাংলায়', কুণালের পাল্টা, 'এবার রাজ্যে ২৫০'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ পেব্রুয়ারি ঃ আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর দিল্লিতে ফুটল পদ্মফুল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিকে হারিয়ে দেশের 'রাজধানীতে এবার বিজেপিরাজ। আর এই বিজেপি। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েতেও চোখে পড়ার ভোট টেনেছিল গেরুয়া শিবির। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলার ১৮ জন সাংসদ পেয়েছিল বিজেপি। একুশের বিধানসভা ভোটে 'এবার

ফলাফল দেখে উচ্ছ্বসিত বঙ্গ বিজেপিও। ২০২৬-এ বাংলায়ও বদল হবে, তৃণমূলকে সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে গেরুয়া শিবির, আত্মবিশ্বাসী বিরোধি দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদার। যদিও তাঁদের সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, দিল্লির ভোটের ফলাফলের কোনও প্রভাব বাংলায় পড়বে না। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে বাংলায় ডালপালা মেলতে শুরু করে দুশো পার' স্লোগান দিয়েও মাত্র ৭৭-এই থামতে হয়েছিল তাদের। এরপর থেকেই ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু দিলীপ-সুকান্ত-শুভেন্দুদের দল। ভোটে তৃণমূলকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলা তো দূরে থাক ক্রমেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে তারা। নব্য বনাম আদির দ্বন্দ্বে কাবু বিজেপি। সাংসদ-বিধায়ক-সহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও দল ছাড়ছেন। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গ বিজেপিকে চাঙ্গা করতে 'হোম টাস্ক' দিয়েছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বলা হয়েছিল, ১ কোটি নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে হবে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বকে। কিন্তু ঢাকঢোল পেটানোই সার! ১ কোটির ধারেকাছেও পৌঁছয়নি নয়া সদস্য সংখ্যা। উল্টে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে নম্বর বাড়াতে এখানেও 'জালিয়াতি করার অভিযোগ উঠেছে বাংলার বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। আগামী বছর বাংলায় বিধানসভা ভোট। তার আগে কার্যত অগোছালো বঙ্গ বিজেপির সংগঠন। তার ফল ভোটবাক্সেও পড়তে পারে । কিন্তু দিল্লিতে বিজেপির প্রত্যাবর্তন বাংলার গেরুয়া শিবিরের আনন্দের জোয়ার' আনবে বলে আত্মবিশ্বাসী রাজ্য বিজেপি। এদিন মহিষাদল থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ঐক্যবদ্ধ হোন, বাংলাতেও পরিবর্তন হবে। একই সুর পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গলাতেও একই সুর। বলছেন, মানুষ মোদিজির উপর আস্থা রেখেছেন। বাংলাতেও বদল আসবে। বিজেপি ওয়েস্টবেঙ্গল পেজেও লেখা হয়েছে, 'এবার বিদায় হল আপ। এবার যাবে পশ্চিমবঙ্গের পাপ।' যদিও বিষয়টাকে আমল দিতে নারাজ কুণাল। বলেন, ' পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল আড়াই শোর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি কোথায় কী হল, আমাদের বিষয় নয়। দিল্লির বিষয় দিল্লিতে। এখানে কোনও মন্তব্য নেই।

শত্রুঘ্ন-মহুয়ার প্রচারে ২ কেন্দ্রে মুখরক্ষা আপের

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঙালি অধ্যুষিত বাংলায় হালে পানি পায় না বিজেপি! অথচ দিল্লির ঘরে ঘরে ফুটল পদ্ম। রাজধানীর যেকটি বিধানসভায় বাঙালির আধিক্য রয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই বিজেপির দখলে। তবে ওই সমস্ত বিধানসভায় আপকে জেতাতে মাঠে নেমেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। দুটি আসনে মুখরক্ষা করলেও বাকিগুলিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে আপ। গ্রেটার কৈলাস, কালকাজি, করোল বাগ, ত্রিলোকপুরী পটপরগঞ্জ, পালাম, লক্ষ্মীনগর, উত্তম নগর, সঙ্গম বিহার এবং লক্ষ্মীনগর বিধানসভাগুলিতে বাঙালির আধিক্য। এর মধ্যে আটটি কেন্দ্র গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। বাকি দুটিতে কালকাজি এবং করোল বাগে জিতেছে আপ। কেজরির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা, মহুয়া মৈত্ররাও। ' মহল্লা' করোল বাগে আম আদমি পার্টির হয়ে প্রচার করেছিলেন মহুয়া। কালকাজিতে সভা করেছিলেন 'শত্রুঘ্ন সিনহা।

অবশেষে ভারতের 'দিল' জিতলেন নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে পরাজিত আম আদমি পার্টি। হারলেন খোদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ২৭ বছর বাদে রাজধানীতে গেরুয়া নিশান ওড়াল বিজেপি। বলা ভালো, অবশেষে ভারতের 'মন' জিতলেন নরেন্দ্র মোদি। এখন প্রশ্ন হল কেন হারতে হল অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে।

আবগারি দুর্নীতি ঃ এখনও কোনও দুর্নীতি প্রমাণিত হয়নি। প্রায় সব অভিযুক্তই জামিনে মুক্ত। আদৌ প্রমাণিত হবে কিনা সংশয় রয়েছে। কিন্তু দিল্লিতে আপের হারে বিরাট ফ্যাক্টর আবগারি দুর্নীতির অভিযোগ। কারণ এই দুর্নীতির অভিযোগে মাস ছয়েক জেলে থেকেছেন খোদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া থেকে সত্যেন্দ্র জৈনের মতো একের পর এক হেভিওয়েট নেতা। একটা দীর্ঘ সময় দিল্লির প্রায় অধিকাংশ প্রভাবশালী মন্ত্রী একসঙ্গে জেলে ছিলেন। যার প্রভাব প।ছে প্রশাসনেও। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অরাজকতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চোখে পড়েছে। পরে জেল থেকে বেরলেও দুর্নীতির দাগ পুরোপুরি মুছতে পারেননি কেজরি। বরং ধুয়েমুছে গিয়েছে তাঁর স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তি। আর সেটাই এতদিন ছিল কেজরিওয়ালের মূল ইউএসপি।

শিশমহলঃ ২০১৩ সালে দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ক্ষমতায় এসেছিলেন শীলা দীক্ষিত জমানার দুর্নীতির বিরোধিতা করে। দুর্নীতি বিরোধী স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, আমআদমির মতো জীবনযাপন, এই ছিল কেজরির ইউএসপি। কিন্তু গত ১২ বছরে সেই ভাবমূর্তি বদলে গিয়েছে। ২০১৩ সালে অরবিঃদ কেজরিওয়াল ছিলেন সত্যিকারের আমআদমি। দিল্লির নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা তাঁকে নিজেদের প্রতিনিধি মনে করতেন। কিন্তু ২০২২ সালে তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ঝাঁ চকচকে বাসভবনে গিয়ে উঠতেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কেজরিওয়ালের সেই ভাবমূর্তি। বিজেপি প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া মুখ্যমন্ত্রী আবাস দেখে চমকে যায় দিল্লিবাসী। এবারের ভোটপ্রচারে এই ' প্রচার বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বিজেপি তো বটেই কংগ্রেসও শিশমহল নিয়ে বারবার আক্রমণ করেছে আপকে। যার কোনও জবাব আপ দিতে পারেনি। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ঃ দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এ বছর লড়তে হয়েছে ১০ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে সঙ্গী করে। ক্ষমতায় আসার পর ১২ বছরে কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেও বহু কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে। দিল্লির মতো রাজ্যে শুধু খয়রাতির উপর ভরসা করে কেজরিওয়াল ভোটে জয়ের আশায় ছিলেন। কিন্তু দেশের রাজধানীতে ভোটে জিততে হলে রাস্তাঘাট, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার, সর্বস্তরের মানুষের কাছে উন্নয়নের আলো পৌঁছে দেওয়া দরকার, সেটা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। দিল্লির বহু প্রান্তে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, নর্দমায় জল জমা, অপরিচ্ছন্ন আবর্জনার স্তূপ মাথাচাড়া দিচ্ছিল। এমনকী কেজরির গর্বের সরকারি স্কুল, মহল্লা ক্লিনিকেরও বেহাল দশা। তাছাড়া স্থানীয় বিধায়কদের বিরুদ্ধেও দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ভোট কাটাকাটি ঃ দিল্লির ফলাফলে দেখা যাচ্ছে আপ এবং কংগ্রেসের মধ্যে ভোটের পার্থক্য কমবেশি ৩ শতাংশ।

পরাজিত কেজরিওয়াল, হারলেন মনীশ ও সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল নতুন দিল্লি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে হেরে গিয়েছেন। তাঁকে হারালেন বিজেপির পরভেশ বর্মা। তাঁদের ভোটের ব্যবধান ৩,১৮২। দিল্লির জংপুরা কেন্দ্র থেকে মনীশ সিসোদিয়া পরাজিত হয়েছেন। হার স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। বিজেপির জয়ী প্রার্থী তরবিন্দর সিংয়ের সঙ্গে তাঁর প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ৬০০-র কাছাকাছি।দিল্লির শকুর বস্তী কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়েছেন এএপি নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। বিজেপির কর্নেল সিং ওই কেন্দ্রে জিতে গিয়েছেন। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র সন্দীপ দীক্ষিত নয়াদিল্লি কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও পরাজিত।

মাইকে আজান দেবার কথা কোরানেও নেই, মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কুমিল্লায় ইসকনের নামগান বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার সকালে এক্সবার্তায় তিনি মাইকের আজান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।তথাগতবাবু লিখেছেন, আমার পূর্বপুরুষের বাসভূমি কুমিল্লায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বঃদুক উঁচিয়ে ইস্কনের নামগান বন্ধ করে দিল। কারণ, ইস্কন নাকি জঙ্গি সংগঠন।এবার আমি জিজ্ঞাসা করি (আগেও করেছি) শেষরাত্রে ষাঁড়ের মত চীকার করে মাইকে আজান দিয়ে হিন্দুদের ঘুম ভাঙ্গানো কবে বন্ধ হবে? মাইকে আজান দেবার কথা কোরানেও নেই, কোনো হাদিসেও নেই, কারণ মহম্মদের সময় মাইক ছিল না। এই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইসকনের নামগান বন্ধের দুটি খবরের প্রকাশিত অংশ যুক্ত করে দিয়েছেন।

আজ,রবিবার ম্যাকগ্রার জন্মদিন

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ডোনাল্ড ম্যাকগ্রা। বিশ্ব ক্রিকেটের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার। জন্মঃফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৭০, ডুব্বো, নতুন দক্ষিণ ওয়ালসে। তিনি ক্রিকেটের ইতিহাসে উচ্চভাবে প্রশংসিত এক ফাস্ট বোলার। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত তিনি বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করেছেন। তার হাত ধরে অস্ট্রেলিয়া অনেক সাফল্য পেয়েছে। একসময় তিনি ফাস্ট বোলারদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি ৯৪৯টি উইকেট শিকার করেছেন।ম্যাকগ্রা ১৯৯৬ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৪টি বিশ্বকাপ খেলেন। এরমধ্যে অস্ট্রেলিয়া ৪বারই ফাইনালে যায় এবং ৩ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। ম্যাকগ্রা বিশ্বকাপে ৭১টি উইকেট নেন, যা বিশ্বকাপ রেকর্ড।ম্যাকগ্রা'র টেস্ট কেরিয়ার ছিল অসাধারণ, তিনি ৮০টির উপরে টেস্ট ম্যাচ জয় করেন ও ৫৬৩টি উইকেট নেন। শেন ওয়ার্ন, ব্রেট লি ও জেসন গিলেস্পির সাথে তার বোলিং জুটি খুবই জনপ্রিয় ছিল।২০০৮ সালে ম্যাকগ্রা অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়ার সদস্য হন। ২০১৩ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন।২০০৮ সালেই ম্যাকগ্রার প্রথম স্ত্রী জেন ম্যাকগ্রা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর ম্যাকগ্রা জেন ম্যাকগ্রা সংগঠন তৈরি করেন, যার প্রধান ম্যাকগ্রা।এই সংগঠনের প্রাপ্ত অর্থ স্তন ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাদের চিকিৎসায় ব্যয় করা হয়।

আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৮ফেব্রুয়ারিঃ আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে।

আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো

ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই

বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়।

সপ্তাহান্তে শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক লোকাল

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শিয়ালদহ সেকশনে সপ্তাহান্তে যাত্রীদের ভোগান্তির আশঙ্কা। শনিবার রাত ১০.১৫ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত। প্রায় ৯ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ডায়মন্ড হারবার শাখায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার শাখার বাসুলডাঙা স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের গার্ডার স্থাপন করার জন্যেই ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।শনিবার বাতিল থাকছে আপ শিয়ালদহ- ডায়মন্ড হারবার ৩৪৮৫৭ লোকাল, ডাউন ৩৪৮৬০, ৩৪৮৫৬ লোকাল ট্রেন।রবিবার (৯ ফেব্রুয়ারি) ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ আপ ৩৪৮১৩, ৩৪৮১৫, ৩৪৮১৭, ৩৪৮২৩ লোকাল এবং ডাউন ৩৪৮১২, ৩৪৮১৮, ৩৪৮২০ লোকাল। সোনারপুর -ডায়মন্ড হারবার ডাউন ৩৪৮৮২, ডায়মন্ড হারবার - বারুইপুর আপ ৩৪৮৯১ বাতিল করা হয়েছে।কোন ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা?১) ৩৪৮৫৪ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ৮ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট পর্যন্ত যাবে। আপ ৩৪৮৫৯ আপ ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ লোকাল শনিবার মগরাহাট থেকে ছা।বে।২) ৩৪৮৫৮ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল শনিবার বারুইপুর পর্যন্ত যাবে। ৩৪৮১১ আপ ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর থেকে ছাড়বে।৩) ৩৪৮১৪ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট পর্যন্ত যাবে। ৩৪৮১৯ আপ ডায়মন্ড হারবার -শিয়ালদহ লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট থেকে ছাড়বে।৪) ৩৪৮১৬ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগারহাট পর্যন্ত যাবে। ৩৪৮২১ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল ৯ ফেব্রুয়ারি মগরাহাট থেকে যাত্রা শুরু করবে।

নির্বাসন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা সুরজেওয়ালার

নয়াদিল্লি , ৮ ফেব্রুয়ারিঃ আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রণদীপ সুরজেওয়ালা। তিনি বলেন, মোদী সরকার ১৪০ কোটি ভারতীয়দের অপমান করেছে। যেভাবে ১০৪ জন ভারতীয়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অমানবিকভাবে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাতে দেশ লজ্জিত। আমরা সরকারের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি এই নিয়ে, কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, আমেরিকা থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন ইস্যুতে গত বৃহস্পতিবার সারাদিনই উত্তাল হয় সংসদ। গত বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা নাগাদ অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই এই ইস্যুতে বারবার উত্তাল হয় লোকসভা।

প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বড় জয় দিল্লিতে ঃ নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে বিজেপির জয়ে খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। দিল্লিবাসীকে আশ্বস্ত করে গড়করি বলেছেন, দিল্লিকে দূষণ-মুক্ত করা হবে। দিল্লিকে বিশ্বের সবচেয়ে সু ন্দর শহর বানাতে চাই আমরা। শনিবার নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতিন গ।করি বলেছেন, বিজেপির প্রতি দিল্লির জনগণের আস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দিল্লিকে দূষণমুক্ত করব এবং আমরা দিল্লিকে বিশ্বের সবচেয়ে সন্দর শহর বানাতে চাই। দিল্লির চেহারা বদলে যাবে। আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের জয় প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বড়।

বিদ্যার দেবী সরস্বতী আজ বাঙালির ঘরে ঘরে পূজিতা ও অনেক বেশি সমাদৃতা

দুরন্তবার্তা, বাঁকুড়াঃসরস্বতী বিদ্যার দেবী। আগে সরস্বতী নদী রূপে পূজিতা ছিলেন। সরস্বতী আদিতে ছিলেন নদী। পরে হলেন দেবী। পুরাণ মতে- লক্ষ্মী ,সরস্বতী ও গঙ্গা তিনজনেই বিষ্ণুর প্রিয়া ছিলেন। সরস্বতীর প্রতি বিষ্ণুর অধিক প্রীতির ফলে গঙ্গা রেগে গিয়ে তাঁকে অভিশাপ দেয়, মর্তে নদী রূপে জন্ম নিতে। সরস্বতী পাল্টা অভিশাপ দেয় গঙ্গা কে। এর ফলে দুজনেই নদী জন্ম লাভ করে ধরাতল বাসিনী হল। আবার দেবী পুরাণ মতে -সরস্বতী শিব- পার্বতীর কন্যা। এই গল্পটি আম বাঙালি জানে।পুরাণে দেবী সরস্বতী বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা। তবু সরস্বতীকে বিদ্যার দেবী হিসেবে কল্পনা শুরু কিন্তু পুরাণে। মেধা ও সৃজনীশক্তি রুপে মানুষের অন্তরের প্রথম প্রেরণা সঞ্চার করেন দেবী সরস্বতী। শ্রীকৃষ্ণ প্রথম সরস্বতী পুজো শুরু করেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্লোকে-প্রতি বর্ষে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতেসকলেই তোমার পূজা করিবে জগতে।বিশ্বের নানান দেশে বিভিন্ন সময়ে সরস্বতীর আরাধনা চালু থাকলেও পশ্চিমবাংলায় মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে এঁর পুজো হয়।সরস্বতী কে আমরা হর- পার্বতীর মেয়ে বলেই জানি। লক্ষ্মী ,সরস্বতী- আসলে একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর ভিন্ন ভিন্ন নাম।দেবী সরস্বতীর মূর্তি পরিকল্পনায় দেখা গেছে দেবীর সঙ্গে জলের খুব কাছের সম্পর্ক। দেবী বসেন যার ওপর তা হল পদ্ম। আবার তাঁর বাহন হল হংস, যা হল জলচর। এই জন্য তিনি ভূষিতা হয়েছেন পদ্মাসনা আর হংস বাহনা রুপে।সরস্বতী শব্দটি এসেছে সরস থেকে। যার অর্থ জল অর্থা জল আছে যেখানে তা সরস্বতী। ভারতের রয়েছে সরস্বতী নামের নদী। আবার সরস শব্দের আরেকটি মানে জ্যোতি। সেই জ্যোতি যিনি বিতরণ করেন তিনিই তো সরস্বতী।আর্যরা প্রথম যখন ভারতে আসেন তখন সরস্বতী নামের নদী উপত্যকায় একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানে সরস্বতী নদীর তীরেই বসবাসকারী মানুষ শুরু করেন বেদ পাঠ ও বেদ চর্চা। এখানকার মানুষের আরাধ্যা দেবী ছিলেন নদী রূপা সরস্বতী।রূপের দেবী সরস্বতী। শুভ্র বর্ণা দেবী সাদা পদ্মের উপর বসে আছেন। যাঁর হাতে রয়েছে বীণা। দেবীর রূপ মাধুর্যের তুলনা হয় না।বিদ্যার দেবী, বাগ দেবী, রূপের দেবী-সরস্বতী। সরস্বতী কাব্য ও কলা বিদ্যার দেবী রূপে প্রাচীন কাল থেকে পূজিতা। মহাকবি কালিদাস বা বাল্মিকী এই দেবীর বরে ই নাকি কবিত্ব শক্তি পান।কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ কবিরা সরস্বতী দেবীর বর পুত্র। তাঁরা প্রত্যেকে লাভ করেছেন দেবীর আশীর্বাদ।এছাড়াও সরস্বতী পূজা কে কেন্দ্র করে বাঙালির হাতে খড়ির চিরাচরিত রীতি আজও প্রচলিত রয়েছে। সরস্বতী পড়ুয়াদের কাছে আরাধ্যা দেবী। তাই বিদ্যার দেবী সরস্বতী আজ বাঙালির ঘরে ঘরে পূজিতা ও অনেক বেশি সমাদৃতা।

মহাকুম্ভের ২৭-দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান অনুরাগ ঠাকুরের

প্রয়াগরাজ, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে শনিবার ২৭-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে শনিবারও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫-দিন ধরে।এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৪০ কোটিরও বেশি ভক্ত। শনিবার সকালেই পুণ্যস্নান করেছেন বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। টুইট করে অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছি, মা গঙ্গা, মা যমুনা এবং মা সরস্বতীর ঐশ্বরিক স্রোতের সঙ্গমস্থলের তীরে পরিবারের সঙ্গে সকলের কল্যাণের জন্য পুজো ও প্রার্থনা করেছি। মা গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর আশীর্বাদ সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য বয়ে আনুক। মহাকুম্ভে ইতিমধ্যেই দু'টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে ১২ ফেব্রুয়ারি (মাঘি পূর্ণিমা) এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রিতে)।

দেশের সবচেয়ে বড় ক্যান্সার হল ব্যাঙ্কের নন-পারফর্মিং অ্যাসেটঃসিন্ধিয়া

গোয়ালিয়র, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ দেশের সবচেয়ে বড় ক্যান্সার হল ব্যাঙ্কের নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)। শনিবার এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এই সকালে গোয়ালিয়রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় ক্যান্সার হল, ব্যাঙ্কগুলির নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ), যা বিজেপি ও এনডিএ সরকার কংগ্রেস এবং ইউপিএ সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে, দিল্লির জনগণের উপর বোঝা হিসেবে।জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আরও বলেছেন, ২০১৪ সালে, সেই এনপিএ ছিল ১১.৫ শতাংশ। এখন তা ২.৬ শতাংশ, ১০ বছর আগে, ইউপিএ সরকার পরিকাঠামোর জন্য মাত্র ২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তা বাড়িয়ে ১১ লাখ কোটি টাকা করেছেন। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে সিন্ধিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদীর নেতৃত্বে দিল্লিতে সরকার গড়বে বিজেপি।

'নিজেদের মধ্যে আরও লড়াই কর', দিল্লির ফল নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ওমরের

শ্রীনগর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টিকে কটাক্ষ করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। ভোটের গণনা চলাকালীনই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ 'মহাভারত' ধারাবাহিকের একটি অংশ শেয়ার করে ওমর আবদুল্লা লেখেন, ' নিজেদের মধ্যে আরও ল।াই কর'।ওমরের সোশ্যাল মিডিয়া বার্তায় স্পষ্ট, দিল্লিতে কংগ্রেস এবং এএপি-র আলাদাভাবে নির্বাচনে লড়াই করার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ওমর আবদুল্লার দল ন্যাশনাল কনফারেন্সও ইন্ডি জোটের একটি অংশ। অনেকেই মনে করছেন, এক্স পোস্টে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, যে দিল্লি নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য বজায় রাখা উচিত ছিল। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আসলে কোনও লাভই হয় না। গণনার প্রাথমিক ট্রেন্ডও তাই বলছে। বিজেপির থেকে বেশ কিছুটা দূরে এএপি, অন্যদিকে খাতাই খুলতে পারেনি কংগ্রেস শিবির।

পরিচালকদের এক হাত নিলেন ফেডারেশন সভাপতি

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃফেডারেশনের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা না করেই কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন পরিচালকেরা। এই মন্তব্যেই পরিচালকদের শুক্রবার আক্রমণ করলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। টলিপাড়ার শুটিংয়ের পরিস্থিতি দেখতে স্টুডিয়োয় উপস্থিত হন তিনি।স্বরূপবাবু জানান, শুক্রবার সকাল থেকেই টলিপাড়ায় বেশির ভাগ ধারাবাহিকের শুটিং নিয়মমাফিক শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু সিনেমার শুটিংও চলছে বলে জানালেন তিনি।শুক্রবার পরিচালকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্বরূপবাবু বলেন, ' আমাদের কাজের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু তাঁদেরও আগে নিজেদের কাজের এক্তিয়ার বোঝা উচিত। কারণ আমাদের ২৮টি গিল্ডের মধ্যে তাঁরাও অন্যতম।''স্বরূপবাবু জানান, টলিপাড়ার কোনও রকম কর্মবিরতির বিপক্ষে ফেডারেশন। তাঁর কথায়, 'আমরা যে কোনও সমস্যা আলোচনা মাধ্যমে সমাধান করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের কিছু না জানিয়েই পরিচালকেরা কর্মবিরতির ঘোষণা করেছেন।'' তিনি জানিয়েছেন, দিনভর ফেডারশন কর্তারা টলিপাড়ার বিভিন্ন শুটিং ফ্লোরে নজরদারি করবে। কোথায় কোথায় শুটিং হচ্ছে, কী কী সমস্যা হচ্ছে, তা খুঁটিয়ে দেখা হবে।স্বরূপবাবু বলেন, ' কিছু কিছু ফ্লোরে শিল্পীরা তৈরি। কিন্তু ইচ্ছে করে কাজ দেরিতে শুরু করা হচ্ছে। ফেডারেশন এই ধরনের ঘটনা মেনে নেবে না।''

পরাজিত সৌরভ ভরদ্বাজ, বিজেপির শিখার কাছে হার এএপি নেতার

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে গ্রেটার কৈলাশ বিধানসভা আসন থেকে হেরে গেলেন আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি হেরে গিয়েছে বিজেপির শিখা রায়ের কাছে। ৩,১৮৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন শিখা রায়। শনিবার সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা।সকাল থেকে ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর কখনও এগিয়ে, আবার কখনও পিছিয়ে যান সৌরভ ভরদ্বাজ। শেষমেশ শেষ হাসি হাসলেন শিখা রায়। এএপি নেতা সৌরভ ভরদ্বাজকে হারিয়ে দিয়েছেন শিখা রায়। তিনি ৩,১৮৮ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন সৌরভকে।

আজ ক্রিকেটার জেমস লেকারের জন্মদিন

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জেমস জিম চার্লস লেকার। বিশ্ব ক্রিকেটে কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারের জন্ম ৯ ফেব্রুয়ারি ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ড এলাকায়।১৯৫৬ সালে ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনুষ্ঠিত লেকারের খেলা নামে পরিচিত টেস্টে জিম বার্ক বাদে ১৯ উইকেট দখল করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন লেকার। তার এই অসম্ভব পারফরমেন্সের ফলে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট জিতেছিল।পরবর্তীকালে প্রথিতযশা এই অফ-স্পিনার ধারাবাহিকভাবে সাফল্য লাভ করেছিলেন। প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেট দল সারেকে সাতবার ধারাবাহিকভাবে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নেতৃত্ব দিয়েছেন।লেকার কেরিয়ারে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৬টি টেস্ট খেলেছেন। ২১.২৪ রান বোলিং গড়ে ১৯৩ উইকেট লাভ করেন। প্রথম-শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৮.৪১ গড়ে ১,৯৪৪টি উইকেট দখল করেন।১৯৫২ সালে তিনি পাঁচজন ক্রিকেটারের একজনরূপে উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মাননা লাভ করেন। ২৩ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে জ্যাক হবস ও লেন হাটনের সাথে তাকেও আইসিসি ক্রিকেট হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।১৯৮৬ সালের ২৩ এপ্রিল ৬৪ বছর বয়সে উইম্বলডনের পার্কসাইড ক্লিনিকে মারা যাওয়ার সময় লেকার বিবিসিতে কর্মরত ছিলেন।

উন্নয়নের সুশাসনের জন্য দিল্লিতে জয় বিজেপিরঃপীযূষ গোয়েল

মুম্বই, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃদিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় উদযাপন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি পীযূষ গোয়েল। শনিবার মুম্বইয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বিজয়োৎসবে মেতে ওঠেন পীযূষ গোয়েল। তিনি বলেন, উন্নয়নের সুশাসনের জন্য দিল্লিতে জয়লাভ করেছে বিজেপি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, বিজেপির এই জয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশকে দেওয়া উন্নয়নের সুশাসনের মডেলের জন্য, সুশাসনের মাধ্যমে ভারত একটি বিকশিত দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দেশ ও বিশ্ব দেখছে, ভারত মোদীজির পাশে দাঁড়িয়েছে, তাঁর কল্যাণমূলক কাজ নিয়ে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৬মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ৮ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৪ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৪ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত রয়েছেই, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের নামলো তাপমাত্রা। আরও তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তার আগে শুক্রবার কলকাতার নূন্যতম তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও ১-২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত থাকবে। রবিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। মোটামুটি সোমবার পর্যন্ত ঠান্ডা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৯মিনিট

মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পরিবহন ইউনিয়নের সাথে বৈঠক জয়নগর থানার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর তাঁর ঠিক আগে শনিবার জয়নগর আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে জয়নগর থানা ও জয়নগর সাব ট্রাফিকের উদ্যোগে প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল।

যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর থানার এস আই সৌমেন দালাল,এস আই শুভঙ্কর করণ, এ এস আই চন্দ্রনাথ মন্ডল, জয়নগরমজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, পৌর কাউন্সিলার আবুল কাহার, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস,চন্দন চ্যাটার্জী সহ আরো অনেকে। এ দিনের বৈঠকে জয়নগর থানা এলাকার অটো, টোটো, ম্যাজিক, বাস,ট্রেকার ইউনিয়নের কর্মকর্তারা উপস্থিতছিলেন।

এদিন আই সি পার্থ সারথি পাল বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সকাল সাতটা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত জয়নগর এলাকার ওপর কোনো ধরনের বড় গাড়ি চলবে না। ছোট গাড়ি রাস্তার যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে কোনো ভাবে যানজট তৈরি করা যাবে না। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের যাতে কোনোভাবে অসুবিধা না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে সবাইকে।

ফিল্মি কায়দায় খুন হুগলির ডানকুনিতে, দিল্লি রোডের ওপর

বনস্পতি দে, ডানকুনি হুগলি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন যুবক, অভিযোগ, অপর বাইক থেকে একেবারে বুক লক্ষ্য করে চালানো হয় গুলি। ফিল্মি কায়দায় খুনের ঘটনা ঘটেছে হুগলির ডানকুনিতে, দিল্লি রোডের ওপর। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে সেই ছবি। এই ঘটনায় মুখ খুলতে চাইছে না পুলিশ। প্রকাশ্যে এভাবে শুটআউটের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, একটি কারখানায় জেসিবি চালানোর কাজ করতেন বান্টি সাউ নামে ওই যুবক। শুক্রবার সন্ধ্যায় কারখানা থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বাড়ি থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে আচমকাই দুই বাইক আরোহী চলে আসেন।

তাঁদের মধ্যে একজনই বান্টিকে লক্ষ্যে করে গুলি চালান বলে অভিযোগ। স্থানীয় জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে বান্টি ও তাঁর স্ত্রী'র মধ্যে বিবাদ চলছিল। বিচ্ছেদের মামলাও পর্যন্ত গড়িয়েছে বিষয়টি। এদিকে, যাঁকে পুলিশ আটক করেছে, তিনি নিহত বান্টি সাউ-

এর ভায়রাভাই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বান্টির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর স্ত্রী। বছর চারেক আগে বিয়ে হয় বান্টির। দু'বছর ধরে তাঁদের মধ্যে অশান্তি চলছিল, বনিবনা হচ্ছিল না বলে জানাচ্ছেন আত্মীয়রা। বান্টির বাবা রাজকুমার সাউয়ের অভিযোগ, বান্টির স্ত্রীর সঙ্গে অন্য যুবকের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই কারণেই শুরু হয়েছিল অশান্তি। তাই বিবাহ বিচ্ছেদ চাইছিলেন বান্টি। তারই মধ্যে পিন্টু নামে ওই যুবক বান্টিকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল পিন্টু। আর শুক্রবার সন্ধ্যায় চলল গুলি।

সরস্বতী পুজোর নিরঞ্জনের অনুষ্ঠানে আক্রান্ত পুলিশ, ইটের আঘাতে মাথা ফাটল এএসআই-এর

বনস্পতি দে, পান্ডুয়া হুগলি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সরস্বতী পুজোর নিরঞ্জনের অনুষ্ঠান চলছিল। দেদার বাজছিল সাউন্ড বক্স। মাথা ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। সেই নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে শুরু ঝগড়া। অশান্তি ঠেকাতে হাজির পুলিশ। তবে ইটের আঘাতে মাথা ফাটল এএসআই রাজদেব হাজরার।

জানা গিয়েছে, পাঁচঘরা তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়াল গ্রামে সরস্বতী পুজোর বিসর্জন শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানো নিয়ে অশান্তি। অভিযোগ, তারস্বরে সাউন্ড বক্স বাজছিল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেই সাউন্ড বক্স বন্ধ করতে গেলে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শুরু হয় বচসা। সাউন্ড বক্স আটক করতে গেলে পুলিশকে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে এক পুলিশ অফিসারের। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। দুই পক্ষের বচসা থামাতে গিয়ে তখনই আক্রান্ত হয় পুলিশ। আহত পুলিশ আধিকারিক বলেন, ''আমরা মাইক বন্ধ করে দিই। ডিজে বক্স বাজেয়াপ্ত করি। তারপর দেখি একটা বড় জনতা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমি তখন আমার বাকি ফোর্সকে গার্ড করে করে আনছি। কিন্তু কিছু জন এরপর কলার ধরে টানাটানি করে। ঘুষিও মারে। সাইড থেকে কিছু ব্যক্তি বড় পাথর গিয়ে ডায়রেক্ট মারে। বারবার বলার পরও আমাদের কথা শোনেনি।

কলকাতা বইমেলায় সাহিত্যলিপি পাবলিকেশনের বই প্রকাশ

মলয় সূর, কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ জানুয়ারি মানেই বইমেলা। আগে জেলার বইমেলা, পরে কলকাতার বই মেলা। ৪৮ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বইমেলার প্রাঙ্গণে শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি মোড়ক উন্মোচিত হলো সিঞ্চন সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্যলিপি পাবলিকেশনের যৌথ উদ্যোগে 'লিপি সিঞ্চন' সাহিত্য পত্রিকা। অগণিত সাহিত্যানুরাগী ও গুণীজনের সমাবেশে আনন্দঘন ও পরিবেশে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সাহিত্যলিপি পাবলিকেশন লিপি সিঞ্চন সাহিত্য পত্রিকা ক্রম প্রকাশ অনুষ্ঠান। মোড়ক উন্মোচিত হল এক একটি করে সম্পাদক অঞ্জনা দেবনাথের সন্ধিক্ষন শক্তি শঙ্কর পান্ডা (মেঘদূত)-র চলো দিগন্ত ছুঁয়ে আসি ও কচি পাতা। বিশ্বজিৎ অধিকারীর বিবেকের দরবার সুতপা ভট্টাচার্যের স্বপ্নের সাতকাহন নরেশ পাঠঘরা একবুক যন্ত্রণা মৃন্ময় সূত্রধর, রিপু দমনে বর্ণধারামৃনাল কান্তি পণ্ডিত,মননের শিহরণ রাঘব পোড়ে, বোবা সমাজের কান্না অ বিশ্বাস ও অনুশ্রী বিশ্বাস সিহি ভাষাহীন দিনলিপি শুভ্রাংশু শেখর শ্যামল,পঙ্গু পায়ের নূপুর সুব্রত আচার্য,আলো আঁধারের ক্যানভাস স্বপন দত্ত আঁধ ভাঙা চাঁদ লেখা মন্ডল হৃদয়ের আর্তনাদ এদের সকলের একক কাব্যগ্রন্থ। সাহিত্যলিপি পাবলিকেশন সকলের ভালোবাসায় সমহিমায় এগিয়ে চলেছে। এদিন বিভিন্ন প্রকাশন থেকে প্রায় ১৫ জন নবীন ও প্রবীণ কবি সাহিত্যিকের বই প্রকাশিত হয়। এই বইগুলিতে কলম ধরেছেন একদিকে গৃহবধূ ও অন্যদিকে লেখিকা অঞ্জনা দেবনাথ। তিনি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। বইয়ের টানে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে ছুটে আসেন। অঞ্জনার কার্যকলাপের কথা জেনে মুগ্ধ সকলেই। অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

লরির ধাক্কায় ভাঙলো দোকান

বেলুড়, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বেলুড়ে লরির ধাক্কায় ভাঙলো দোকান। শুক্রবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে হাওড়ার বেলুড় বাজার সংলগ্ন জি টি রোডে। একটি বেপরোয়া গতির লরির ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মোট তিনটি দোকান। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও দিনের বেলা দুর্ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষের প্রাণহানির ঘটনাও ঘটতে পারত। অভিযোগ, চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সে কারণেই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের তিনটি দোকান ভেঙে ঢুকে পড়ে। পুলিশ এই ঘটনায় চালক সহ লরিটিকে আটক করেছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বড়সড়ো সাফল্য বারাসাত থানার পুলিশের

বারাসাত, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ বারাসাত শহরে একাধিক জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে চুরির অভিযোগ এসেছিল বারাসাত থানায়। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে বড়সড়ো সাফল্য বারাসাত থানার পুলিশের। বারাসত চাও ভিন রাজ্য থেকে পাকড়াও করে আনা হয় পাঁচ যুবককে। তারাই এই কারবার চালাচ্ছিল বারাসাতে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তুইতো পাঁচ যুবকের মধ্যে ওসমান মূল মাস্টারমাইন্ড চুরি হওয়ার আগে ওসমান ঘটনাস্থল আগেই বাইকে করে ঘুরে দেখে আসতো এবং পরে সেই রাতে হতো চুরি। ওসমান বাদে বাকি চারজনের বাড়ি ভিন জেলায়। এবং এরা সকলেই বারাসাতের বিভিন্ন রেস্তরাতে রাননির কাজ করতো। গতকাল তাদের গ্রেপ্তার করে মৃত পাঁচ যুবককে আজ বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়।

বিধায়কের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন কে কেন্দ্র করে ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বসিরহাট, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর পরগনা বসিরহাট মহাকুমার বাদুড়িয়া ব্লকে , ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ বাদুড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভপতির অনুপস্থিতি উদ্বোধন হলো দলীয় কার্যালয়। থাকলেও তিনি বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম, মূল মঞ্চে দেখা গেল কেবলমাত্র জেলা পরিষদের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি মমতাজ বিবি ও বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ প্রতাব উদ্দিন আহমেদ এবং হাড়োয়া তৃণমূলের যুব নেতা খালেক মোল্লার। এই বিষয় নিয়ে রীতি মতন সোরগোল পড়ে গিয়েছে বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকায়। এদিন বাদুড়িয়া চৌমাথায় প্রতিকী বিধায়ক কার্যালয় উদ্বোধন ঘিরে রীতিমতো কোনঠাসা বিধায়ক প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষ তারা দাবি করেছেন দীর্ঘ চার বছর চুপ থাকার পর হঠাৎ কেন তৃণমূলে বিধায়কের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করতে হলো, আর মাত্র এক বছর বাকি বিধানসভা ভোট সেই কথা মাথায় রেখে বিধায়ক রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে। তিনি বলেন এই দলীয় কার্যালয় থেকে মানুষের পরিষেবা দেওয়া হবে এতদিন কেন বিধায়কের কার্যালয় খোলা হলো না তাই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে বাদুড়িয়ার মানুষ। বিধায়কের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন কে কেন্দ্র করে ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এলো বাদুড়িয়া ব্লকে , ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ বাদুড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতির অনুপস্থিতি উদ্বোধন হলো দলীয় কার্যালয়। আমন্ত্রণপত্রে ভাইস চেয়ারম্যানের নাম থাকলেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, বাদুড়িয়ার বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম, মূল মঞ্চে দেখা গেল কেবলমাত্র জেলা পরিষদের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি মমতাজ বিবি ও বাদুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ওতাপ উদ্দিন আহমেদ এবং হাড়োয়া তৃণমূলের যুব নেতা খালেক মোল্লা । এই বিষয় নিয়ে রীতি মতন সোরগোল পড়ে গিয়েছে বাদুড়িয়া বিধানসভা এলাকায়।

জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মোকাদ্দিন লিটনের কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন আমার কাছে এই ধরনের কোন খবর নেই এবং উনি ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে এখন ২০২৫ সালে বিধায়ক কার্যালয় উদ্বোধন করাটা হাস্যকর বিষয়, আমাদের কাছে কোন খবর নেই কোন আমন্ত্রণ পত্র নেই আর আমরা মানুষের উন্নয়নের কাজে আছি , কোথায় বিধায়কের দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোন রূপ খবর নেই।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুভেচ্ছা ও উৎসাহ প্রদান

নববারাকপুর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ রাত পোহালেই ছেলে মেয়েদের জীবনে প্রথম কঠিন পরীক্ষা। আগামী সোমবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। শনিবার সকালে বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বোদাই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেখ রাজার উদ্যোগে বোদাই উত্তর ও দক্ষিণ পাড়া, নবপল্লী, মাঝের পাড়া এবং নারকেল বেড়ি গ্রাম এলাকায় ২৫ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও উৎসাহ প্রদানে শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য সাজেদা বিবি সহ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। ছেলে মেয়েদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগাম সফলতা কামনা করে তাদের আর্শীর্বাদ করলেন এবং বিদ্যালয়ের যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধা কথা শুনলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। পড়ুয়ারা ও অভিভাবক রাও খুশি ও আনন্দিত এই ভাবে তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মীদের পাশে থাকার সহযোগিতায় করবার জন্য। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেখ রাজা বলেন প্রতি বছরের মতো এবছর ও বোদাই গ্রাম সর্বত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে তাদের আর্শীর্বাদ শুভেচ্ছার পাশাপাশি শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করে উৎসাহিত করা হল। এই সামান্য প্রয়াস মাত্র।

নিজের স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

ঘটনার পরই অভিযুক্ত জামাই পলাতক

বনগাঁ, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ জানা যায় দীর্ঘ ১২ বছর আগে বনগাঁ রাজাপুর এলাকার বাসিন্দা অপর্ণা হালদারের সঙ্গে ফুলিয়া নতুন বুইচা এলাকার সুখেন বিশ্বাসের সঙ্গে প্রেম করে বিবাহ হয়। এরপর বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চলে বিভিন্ন বিষয়ে অশান্তি। মৃতার পরিবারের অভিযোগ গতকাল তাদের মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি এসেছিল কিছু ডকুমেন্টস নিতে। তারপর আজ সকালে তারা জানতে পারেন তাদের মেয়ে অপর্ণা হালদারের মৃত্যু হয়েছে। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতার পরিবার। তারা জানান তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। তার কারণ গতকাল রাতেও ফোন করে জানিয়েছিল তার ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এরপর আজ সকালে তাদের মেয়ের মৃত্যু র সংবাদ যখন তাদের জামাই দেয় তারপরে সন্দেহ হয় তাদের এবং তারা অভিযুক্ত জামাই সুখেন বিশ্বাস এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে তাদের মেয়েকে মেরে ফেলার অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনায় শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতের পরিবার। অভিযুক্ত জামাই এর দৃষ্টান্তমূলক সাজা চায় মৃত অপর্ণা হালদারের পরিবার। ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। যদিও ঘটনার পরই অভিযুক্ত জামাই সুখের বিশ্বাস পলাতক।

বন্ধ কুনাল গাঞ্জেওয়ালার সঙ্গীতানুষ্ঠান

হাবড়া, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ প্রশাসনের তরফে বন্ধ করে দেওয়া হলো হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে আসার কথা ছিল মুম্বাইয়ের গায়ক কুনাল গাঞ্জেওয়ালা। কয়েকদিন আগে ভিডিও বার্তায় শিল্পী নিজেই কলেজে ফাংশনে আসছেন জানিয়েছিলেন।

মঞ্চ, সাউন্ড ,মাঠ ঘেরার কাজ সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল। দু-আড়াই ঘন্টার মধ্যে শনিবার সন্ধ্যা ছটা নাগাদ কুনাল গাঞ্জেওয়ালা মঞ্চে প্রোগ্রাম করবেন। ঠিক তখনই হাবড়া থানার বিশাল পুলিশ এসে পৌঁছয় কলেজে, সঙ্গে ছিলেন হাবড়ার বিডিও । এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ,আইন অনুসারে পরীক্ষার ৭২ ঘন্টা আগে থেকে কোনরকম সাউন্ড বক্স বাজানো নিষিদ্ধ। প্রশাসনের তরফে সে কারণেই এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর রিপোর্টে ভুল, তদন্তের পর গ্রেপ্তার মালিক

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সরকারি হাসপাতালের পিপিপি মডেলের ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর রিপোর্টে ভুল, বিভাগীয় তদন্তের পর গ্রেপ্তার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক গগন চন্দ্র হালদার। ২০২৪ সালের জুন মাসে পেটে ব্যথা বমি সহ অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয় তারকেশ্বর বাজিতপুরের বাসিন্দা ১১ বছরের নাবালিকা। চিকিৎসকের পরামর্শ মত ২৯ জুন হাসপাতালের মধ্যেই অবস্থিত পিপিপি মডেলের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয়। রিপোর্টে দেখা যায় লিভার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে নাবালিকার। অবস্থার অবনতি হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় নাবালিকাকে। বেসরকারি জায়গায় আল্ট্রাসনোগ্রাফির পর জানা যায় অ্যাপেন্ডিক্স এর সমস্যা রয়েছে। তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার করার আগেই অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোনক্রমে প্রাণে বাঁচে নাবালিকা। হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় রোগীর আত্মীয়রা। অভিযোগ দায়ের হয় হাসপাতালে ও থানায়। স্বাস্থ্য দপ্তর বিভাগীয় তদন্তের পর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে গত বছর ডিসেম্বর মাসে অভিযোগ দায়ের করে। হাইকোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করে। অবশেষে আজ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক তারকেশ্বর থানার তেঘডরীর বাসিন্দা গগন চন্দ্র হালদার কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে আজ চন্দননগর আদালতে তোলা হয়।

চণ্ডীতলায় বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে মারধর ব্যক্তিকে শিয়ালের জন্য বেঁচে ফিরলেন

বনস্পতি দে, চণ্ডীতলা হুগলি,৮ ফেব্রুয়ারিঃ বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে মারধর করা হলো, তার সঙ্গেই বাড়িতে ফোন করেও চাওয়া হলো বিশাল অঙ্কের মুক্তিপণ। বিদেশে কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল পরিচিত এক জন। সেই কথায় বিশ্বাস করে তার সঙ্গে যেতেই বিপদে পড়লেন এক ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত শিয়ালের জন্য বেঁচে ফিরলেন সেই ব্যক্তি। নবাবপুরের ছিটপুকুরের বাসিন্দা নাসিরউদ্দিন মল্লিক। তাকে বিদেশে সোনার গয়নার কারিগরের কাজ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল চণ্ডীতলার ভগবতীপুরের সাফাজুল মন্ডল। এই সাফাজুল নাসিরউদ্দিনের পূর্ব পরিচিত। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সাফাজুল নাসিরউদ্দিনকে বলে যে যার মাধ্যমে কাজ হবে সে ব্যান্ডেলে এসেছে। এর পরে ২ জনে মিলে বালি থেকে ট্রেন ধরে ব্যান্ডেলে যায়। ওই দিনই বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ব্যান্ডেল থেকে সাফাজুল এবং আরও এক ব্যক্তি তাঁকে বাইকে করে ডানলপ কারখানার পরিত্যক্ত এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থেকেই আরও কয়েকজন ছিল। সেখানে পৌঁছেই নাসিরউদ্দিনকে গাছে বেঁধে মারধর শুরু করা হয় বলে অভিযোগ। ওই সময়ে সেখানে মোট ৬ জন দুষ্কৃতী ছিল বলে অভিযোগ। নাসিরউদ্দিনের ছেলে মুম্বইয়ে কর্মরত। তাঁকে ভিডিয়ো কল করে মারধরের লাইভ ভিডিয়ো দেখিয়ে ২ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। পরে নাসিরুদ্দিনের স্ত্রীকে ফোন করে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে দুষ্কৃতীরা। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও টাকার দাবিতে নাসিরউদ্দিনের উপর অত্যাচার চলতে থাকে বলে অভিযোগ। এর পরেই কার্যত নাসিরউদ্দিনের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ায় শিয়ালের দল। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ওই জঙ্গলে শিয়াল জড়ো হতে থাকে, তা দেখে পালায় দুষ্কৃতীরা, এমনটাই দাবি নাসিরউদ্দিনের। এর পরে কোনওরকমে নিজের বাঁধন খুলে লোকালয়ে এসে পৌঁছন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সব ঘটনা খুলে বলেন তিনি। তাঁরাই পুলিশকে ফোন করেন। চণ্ডীতলার থানার পুলিশ গিয়ে নাসিরউদ্দিনকে উদ্ধার করে প্রথমে চুঁচুড়া হাসপাতালে চিকিৎসা করায়। শুক্রবার তাঁকে বাড়ি ফেরানো হয়েছে। এই ঘটনার পরে প্রবল আতঙ্কিত তিনি। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গেও পদ্মফুল ফুটবেই ফুটবেঃ উমেশ রাইয়ের

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গেও পদ্মফুল ফুটবেই ফুটবে, দিল্লির ফলাফলের পর মন্তব্য বিজেপি নেতা উমেশ রাইয়ের। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিকে হারিয়ে দিল্লিতে এবার ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি সরকার। স্বাভাবিকভাবেই দিল্লির এই ফলাফলে উচ্ছ্বসিত বঙ্গ বিজেপি। ২০২৬-এ বাংলায় তৃণমূলকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসবে গেরুয়া শিবির এমনই সুর বিজেপি নেতৃত্বের।

রাজ্য বিজেপি নেতা উমেশ রাই দিল্লির ভোটের ফলাফল নিয়ে এদিন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ধাপ্পাবাজি এবং প্রলোভনের রাজনীতি হয়, সেইভাবেই ধাপ্পাবাজি এবং প্রলোভনের রাজনীতি চলছিল দিল্লিতে। অহংকারের পতন হয়েছে। মানুষ বিশ্বাস করেছেন যে নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে ডবল ইঞ্জিন সরকার দিয়েই দিল্লির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে পারে। তারজন্যই মানুষ আজকে দিল্লিতে বড় রায় দিয়েছেন। ধাপ্পাবাজকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। বাংলায় যেভাবে তুষ্টিকরণ, ধাপ্পাবাজি, গণতন্ত্রের হত্যা হচ্ছে মানুষ তার প্রতিবাদ করবেন। এবং আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গেও পদ্মফুল ফুটবেই ফুটবে।

ক্যানিং-এ এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ এবার এক গৃহবধুর অস্বাভাবিক মৃত্যু কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃত বধুর নাম দিশা ওরফে গায়ত্রী মিস্ত্রী হালদার (২০)। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামাপ্রসাদ কলোনি এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ এদিন মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেল,গত প্রায় ছয় মাস আগে ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়দেব পল্লিরগায়ত্রী ভালোবাসা করে বিয়ে করেছিলেন মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামাপ্রসাদ কলোনির সন্দীপ হালদারকে। গত কয়েকদিন আগে ওই বধুর শাশুড়ি কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন। বাড়িতে ওই দম্পতি ছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো শনিবার সকালে কলকাতায় কাজে গিয়েছিলেন ওই বধুর স্বামী। বধু বাড়িতে একাই ছিলেন। প্রতিবেশীরা এদিন সকালে ঘরের মধ্যে ঐ বধুর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায়

দেখতে পায়। তারা বধুর বাপের বাড়িতে খবর দেয়। বাপের বাড়ির লোকজন তড়িঘড়ি হাজির হয়। বধুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা বধুকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। ঠিক কি ভাবে ওই বধুর মৃত্যু হল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সুন্দরবনের মিনি সুন্দরবন ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ সুন্দরবনের মিনি সুন্দরবন ভীড় বাড়লো এবছর। সুন্দরবনের নতুন পর্যটন কেন্দ্র আকর্ষণ বাড়ালো পর্যটকদের। এক দিকে কুলতলি আর অন্য দিকে ঝড়খালি। মাঝে পড়ে থাকা মাতলা নদীটাই যেন বিরাট একটা ফারাক গড়ে দিয়েছে। ওই নদীপার করা মানেই সুন্দরবনের এলাকা শুরু হয়ে গেল। পুরোপুরি সুন্দরবন না হলেও মিনি সুন্দরবন। আর এর জন্যই ক্রমশ জনপ্রিয়তা বাড়ছে ঝড়খালির। সরাসরি সুন্দরবনে না থেকেও যে সুন্দরবনের আবহ এমন ভাবে উপভোগ করা যায়, সেটাই ভ্রমণপিপাসুদের এখন মূল আকর্ষণ। কুলতলি আর ঝড়খালির মাঝের মাতলা নদী ছাড়াও মাতলা নদীর

একটি শাখা নদী ও রয়েছে হেরোভাঙা। ওই নদী এবং তাঁর পাড় থেকে গজিয়ে ওঠা জঙ্গলই এখানে 'মিনি সুন্দরবন' এর অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বলে জানাচ্ছেন ঝড়খালিতে বেড়াতে আসা পর্যটকেরা। এখানে আছে টাইগার রেসকিউ সেন্টার। বিভিন্ন জায়গায় ধরা পড়া বাঘ এখানেই এনে রাখা হয়। তারপর তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে ফের ছেড়ে দেওয়া হয়।কান পাতলে ওই রেসকিউ সেন্টার থেকে বাঘের গর্জনও শোনা যায়। ঝড়খালির কাছেই আছে সুধন্যখালি ওয়াচ টাওয়ার। এ ছাড়াও রয়েছে দোবাঁকির জঙ্গলে হেঁটে ঘোরার সুযোগ। সুন্দরবনের এত কাছে থাকার পরেও আলাদা করে ঝড়খালি কেন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? এর সবচেয়ে বড় কারণ হয়তো কলকাতা থেকে গাড়িতে সরাসরি ঝড়খালি পর্যন্ত চলে আসার সুবিধা। মাত্র ১০৫ কিলোমিটার গাড়িতে যেতে খুব বেশি সময়ও লাগে না। নিরিবিলিতে সুন্দরবনের স্বাদ নেওয়া ছাড়াও ঝড়খালির কাছাকাছি গ্রামের কারিগরদের উলু ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, বাস্কেট, হাতপাখা, টুপি এবং নানা ধরনের ব্যাগ পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। বনিক্যাম্প, নেতাধোপানি ওয়াচ টাওয়ার এবং সূর্যমণি দ্বীপের মতো যে জায়গা গুলোয় পর্যটকদের ভিড় তুলনামূলক ভাবে কম, সেই জায়গাগুলোও ঘুরে দেখার সুযোগ রয়েছে এখান থেকে। প্রকৃতির সান্নিধ্য, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের প্রতিদিনের জীবনচর্চা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়ার পরেও যাঁদের মন ভরবে না, তাঁদেরও হতাশ করে না ঝড়খালি। কাছেই রয়েছে জলগোপালপুর। সেখানকার প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালাটি তৈরি হয়েছে প্রধানত সুন্দরবন এবং সংলগ্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া নানা ধরনের প্রত্নসামগ্রী দিয়ে। আর এ বারের শীতে পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই মিনি সুন্দরবন।

বারুইপুরে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুর

বারুইপুর, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ এবার এক নবম শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো দুই যুবকের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে এলাকার একটি বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এলাকার লোকজন। বারুইপুর থানার বৃন্দাখালি পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। নাথাপাড়া এলাকার ওই নাবালিকা শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি দোকানে গিয়েছিলেন। অভিযোগ, দোকান থেকে ফেরার পথে স্থানীয় মাঝপুকুর গ্রামের দুই যুবক তাকে মুখ চেপে এলাকার এক নির্মীয়মান বাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। নাবালিকা চিৎকার করলেও এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে মাইক বাজায় সেই চিৎকার কেউ শুনতে পায়নি। ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে নাবালিকার মা মেয়ে না ফেরায় খুঁজতে বেরোন। খুঁজতে

খুঁজতে ওই বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে দেখতে পান মহিলা। মহিলাকে দেখে পালায় দুই যুবক। প্রাথমিক ভাবে লোক লজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানাননি ওই মহিলা। পরে জানাজানি হতেই সকালে ওই বাড়িতে ভাঙচুর চালায় স্থানীয় লোকজন। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত দুই যুবক পলাতক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭০ সংখ্যা, রবিবার ২৬ মাঘ, ১৪৩১

স্যার কবি শঙ্খ ঘোষ

কলেজে ঢোকার পরেই ইউনিয়ন থেকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কলেজ ম্যাগাজিন, চমক লেগেছিল সেখানেই পরিচিত কয়েকটা নাম দেখে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর শঙ্খ ঘোষ। তখনই জেনেছিলাম কোনও না কোনও সূত্রে এঁরা সকলেই সিটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত। নামগুলো পরিচিত ছিল এই কারণেই যে স্কুল জীবনের অন্তিম দু-তিন বছরেই বুঝি না বুঝি আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে গিয়েছিল, প্রচুর সিলেবাসের বাইরের বই পড়তে পারার অবাধ স্বাধীনতার সূত্রে। সেই অভিজ্ঞতার পরেই হাতে হাতে মিলল তাঁদের কবিতা। শঙ্খ ঘোষের সেই কবিতা 'কিউ', না বুঝলেও এক মাদকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমাকে। সেই শঙ্খ ঘোষ এখন আমার মাস্টারমশাই। সেদিন থেকে আজও তিনি আমার মাস্টারমশাই, যাঁকে স্যার ছাড়া অন্য কোনও সম্বোধনের কথা ভাবতেই পারিনি কখনও। শিখেই চলেছি তাঁর কাছে, যদিও কোনোদিনই ভালো ছাত্র না হওয়ায়, সব শেখা যে সফল হয়েছে তা বলতে পারি না। 'মেঘনাদবধ কাব্য' আমার প্রিয় ছিল না, তাঁর কাছেই বুঝলাম রাবণের চরিত্রের দার্ঢ্য আর তার ট্র্যাজেডি, চরিত্রের ভিতরের নিঃসঙ্গতা আর যন্ত্রণা। আস্তে আস্তে মধুসূদনকে ভালোবাসতে শিখলাম। সেই ক্লাসনোটগুলো আজও আছে জানি, বইপত্রের স্তূপে কোথাও মুখ লুকিয়ে। মাঝে মাঝে খুঁজে দেখতে ইচ্ছে করে, ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সিটি কলেজের দিনগুলোতে। ক্লাসে পড়ার সেরা অভিজ্ঞতা অবশ্যই 'রক্তকরবী'। আজও যে বারবার ফিরে যাই, ফিরে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটির কাছে তার কারণ একটাই, এই অমোঘ আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছিলেন স্যার, সেখানে যেটুকু প্রবেশাধিকার পেয়েছি তা স্যারের শিলমোহর সঙ্গে আছে বলেই। তবু 'রক্তকরবী'-র প্রসঙ্গ বাদ দিতে চাই, কারণ সে কথা ফুরোনোর না কোনোদিনও। ৫৯ বছর কাটল। এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই সিটি কলেজের দোতলার বারান্দার এক প্রান্তে আমাদের ক্লাসরুম, সেখানে কোনো গ্রীষ্মের দুপুরে বা বৃষ্টির বিকেলে ধীর পায়ে ক্লাসে ঢুকছেন স্যার, আমরা অপেক্ষা করে থাকছি এক জাদু জগতের দরজা খুলে যাওয়ার। স্যারের বাড়ি প্রথম গিয়েছিলাম, তখন বোধহয় থার্ড ইয়ার। কোনো কারণ ছাড়াই গিয়েছিলাম ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের সেই বাড়িতে, মিঠি তখন একেবারেই বাচ্চা। সেই একদিনই। যখন এম এ পড়ছি, তখন বাংলার স্টাফরুম ছিল ছোটো, সেমিনার রুমই বলতাম তাকে, তার সামনে জটলা করছি, হঠাৎ স্যার বেরোলেন ঘর থেকে; সম্ভবত দেখা করতে এসেছিলেন কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে। আমরা যারা সিটি কলেজ থেকে এসেছি, সে কজন দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করতে মৃদু হেসে বললেন,এবার তো বাড়িতে আসতে পারো। তারপরে গেছি কালাচাঁদ সান্যাল লেনের বাড়িতে কয়েকবার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের বাড়িতে অনেকবার। ততদিনে আমি শুরু করেছি কবিতা লেখার ব্যর্থ চেষ্টা, সেই সব ব্যর্থ প্রয়াসের কিছু নমুনা ছাপাও হচ্ছে পত্রিকায়।

বিখ্যাত 'জন্মদিন' কবিতা

রবি ঠাকুর বাংলার আবেগ। আপামর বাঙালির সবরকম অনুভূতির অনায়াস প্রকাশ ঘটেছে যাঁর সাহিত্যে, তাঁর জন্মদিন উদযাপনের দিন হয়ে যায়। সাতাশ বছর বয়স থেকে রবি ঠাকুরের জন্মদিন উদযাপন করা হয়। তখন ১৮৮৭ সাল! সে বছর পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীদেবীর মেয়ে সরলাদেবী ভোর ভোর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশিয়াবাগান থেকে সোজা চলে গিয়েছিলেন ৪৯ নম্বর পার্কস্ট্রিটে, সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনীর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানেই ছিলেন। সরলাদেবী বকুল ফুলের মালা নিজের হাতে গেঁথে নিয়ে গিয়েছিলেন। পথে কিনেছিলেন বেল এবং আরো অনেকরকম ফুল। এছাড়াও ছিল ধুতি, চাদর এবং একটি ইংরেজি কবিতার বই। তাই উপহার দিয়ে প্রণাম করে ফিরেছিলেন। এরপর কতবার কতরকমভাবে তাঁর জন্মদিন পালন করা হবে। এখন তো রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বাঙালির মহোৎসব। ১৯৩৮ সাল থেকে বেশ কয়েকবার (আনুমানিক চারবার) মংপুতে, মৈত্রেয়ীদেবীর বাড়িতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ীদেবী ছিলেন সেই সময়কার মস্ত বড়ো দার্শনিক সুরেন দাশগুপ্তর মেয়ে এবং রবীন্দ্রানুরাগী। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছের জন্যই অসুস্থ শরীরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। মংপুতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতিবাহিত করা প্রিয় মুহূর্তগুলি নিয়ে মৈত্রেয়ীদেবী একটি মনোজ্ঞ স্মৃতিকথা লিখেছিলেন, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'। শেষবার যখন রবীন্দ্রনাথ মংপুতে রয়েছেন, তখন পঁচিশে বৈশাখ আসন্ন। এমন দিনে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন মৈত্রেয়ীদেবীর কাছে। বড়ো মধুর, বড়ো বিশেষ সেইদিন। ভাবনা চিন্তা শুরু হল বেশ! কেমন করে দিনটি উদযাপন করা যায়। অথচ মৈত্রেয়ীদেবীর মংপুর বাড়িটিকে ঘিরে তেমন জনবসতি নেই। কেবল রয়েছে জংলি পাহাড়ির দল এবং দুই এক ঘর মাত্র বাঙালি। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করা হল, সেবার পাহাড়িদের নিয়েই উৎসব হবে। অমিয় চক্রবর্তী বললেন, 'আমি জানি ওঁর ভালো লাগবে। সমস্ত হোমরাচোমরাদের নিয়ে উৎসব তো ঢের হয়েছে, নগণ্যদের নিয়ে উৎসবের বিশেষত্ব আছে।' রবীন্দ্রনাথও এই আয়োজনের খবর পেয়ে মস্ত খুশি। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবীও আসবেন, যোগ দেবেন অনুষ্ঠানে। পঁচিশে বৈশাখের দুদিন আগে, রবিবার উৎসবের আয়োজন হল। সকাল দশটয় স্নান সেরে কালো রঙের জামা, কালো জুতো পরে বাইরে এসে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। কাঠের বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করলেন। রবীন্দ্রনাথের পাঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ঈশোপনিষদের শ্লোক। সেইদিন দুপুরবেলাতেই লিখে ফেলেছিলেন 'জন্মদিন' নামে তিনটি কবিতা।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

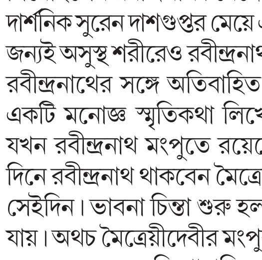

ধর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে।

ভগিনী নিবেদিতা

শুধু শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে। বেদ বেদান্ত পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা করলে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। ঈশ্বর আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা চাই। মানবধর্মের জয় চাই। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করে নিতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে।

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শিল্পপতিদের আস্থা প্রকাশ
'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম শস্যশ্যামলাং মাতরম'- বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনে শিল্প বিনিয়োগের বিচার বিশ্লেষণ। কলকাতার রাজারহাটে বিশ্ব বাংলা কনভেশন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিয়েছে

কলকাতার বণিকসভাগুলি। অর্থ দফতর থেকে শুরু করে রাজ্যের শিল্প দফতর তার বিচার বিশেষণ করছে। কতখানি লাভ হল বাংলার তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে শিল্পপতিরা এবং বণিকসভাগুলি। বণিকসভাগুলির লক্ষ্য ছিল এবারে বিশ্ব বাংলায় বাণিজ্য সম্মেলনের দিকে। তবে এবারে দেখতে পাওয়া গেল শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি বাংলার শিল্প বাণিজ্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে বাংলার শিল্প উন্নয়ন করা পক্ষে সায় দিয়েছেন। বাংলায় যে শিল্প গড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন শিল্পপতিরা। বিশেষ করে বিমান বন্দর নির্মাণ ও উড়ান যাত্রা থেকে শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রেও এখন বিনিয়োগ করার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে মুখে বললে তো হবে না। কাজ করে দেখাতে হবে এবং বাস্তবে রূপ দিতে হবে। আগের শিল্প সম্মেলনে যে সব প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে সেগুলো যথাযথ কার্যকর হতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত বলে মনে করছে বণিকসভাগুলি। গতবারের শিল্প সম্মেলনে প্রস্তাবে রাজ্যের কতখানি লাভ হয়েছিল তার চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করা করতে শুরু করে দিয়েছে শিল্পপতিরা। তারা মনে করছেন শিল্প সম্মেলন করলে শুধু হবে না। শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সঙ্গে রাজ্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ নজর রাখছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। কোন শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা কম, আইনের শাসন এবং নিরাপত্তার ওপরে বেশি করে নজর দেওয়া উটিত বলে মনে করছে শিল্পপতিরা। এবারে বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলনে সেই কথাকে মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিল্প জগতে স্থিরতাকে সহ্য করা হবে না। শিল্পের পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে বাংলা নিরাপদ এবং স্বচ্ছ। রাজনৈতিক দলের মস্তানি, সিন্ডিকেট রাজ আর চলবে না। শিল্পপতিরা এখন বাংলায় শিল্প গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বাংলায় শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছে। সরকার তাদেরকে ভরসা দিচ্ছে। নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার যদি তাদের শিল্পের নিরাপদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে শিল্পপতিরা বাংলার শিল্প গড়ার কথা ভাবতে পারে। না হলে কত বছর লেগে যাবে বিনিয়োগ করতে তা কেউই বলতে পারছে না। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী বারবার শিল্পে নিরাপত্তার কথাকে বেশি করে জোর দিয়েছেন। বিনিয়োগকারীদের ভরসা দিয়েছেন তিনি। সব বিনিয়োগকারীদের বাংলার সাদরে আমন্ত্রণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা, দুর্নীতি রোধ অভিযান শুরু হয়েছে। বাংলার গত বেশ কয়েক বছর ধরে শিল্পজগতে মন্দাভাব ছিল তা কাটিয়ে উঠেছে। যুগোপযোগী শিল্প গড়ার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্প নিরাপত্তা ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্প জগতকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করার কথা ভাবতে শুরু করেছে সরকার। শিল্পে এগিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে গুজরাত। কলকাতা বড়বাজার তো গুজরাতি এবং মারোয়ারি ব্যবসাদারে ভর্তি। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য করার কৌশল পদ্ধতি বাংলার গুজরাতিরা ভালো করে জানে। বাংলার শিল্পে জাগরণ হয়েছিল ব্রিটিশ যুগ থেকেই। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় আসানসোল, রানিগঞ্জ দুর্গাপুর শিল্প নগরি গড়ে তোলেন। কল্যাণী শিল্পাঞ্জল গড়ে তোলা হয়েছিল তাঁর আমলেই। বাম আমলে সেক্টর ফাইভ তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে বাংলা আরও এগিয়ে যেতে পারতো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কম্পিউটার প্রথম দিকে আসাকে বাধা না দিতেন। তিনি বাংলাকে প্রায় বিশ বছর পিছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তথ্য প্রযুক্তিকে বাংলা প্রবেশ করতে দেন বেকার বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে হায়দ্রাবাদ এবং বাঙ্গালোর বাংলার চেয়ে এগিয়ে গেল। বাংলা তারপরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প তালুক গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। দেরি হলে তথ্য শিল্প তালুক চালু হওয়ার ফলে বাংলার মেধাবী কমিউম্পিটার সায়েন্সের ছেলেরা এখন কাজ পাচ্ছে। না হলে তাদেরকে বাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ চলে যেতে হতো। ভুল সিদ্ধান্তে শিকার হচ্ছে বাংলার মানুষেরা। বিশেষ করে যুব সমাজ। রাজাহাট থেকে শুরু করে নিউটাউন পর্যন্ত শিল্প সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। আবাসন শিল্পের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে। এবারে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কাউন্সিল এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে শিল্প বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সাওয়া করেছেন শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া। মুকেশ আম্বানি পশ্চিমবঙ্গকে 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। রিলায়েন্স বাংলায় শিল্প পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন রিলায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। এবারে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি এবং সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এক যোগে বাংলার শিল্প সম্পদ তৈরি করার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। লোডসেডিং শব্দটা একন পশ্চিমবঙ্গের অভিধানে আর নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে দায়ভার গ্রহণ করেছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম মেধা শক্তি সম্পদ তৈরি করা ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ৮-ম বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে। বাংলার যুব সমাজ পশ্চিমবঙ্গের একটি সম্পদ। সেই সম্পদকে ঠিক মতো ব্যবহার না করার ফলে বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করতে শুরু করে দিয়েছে। শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে গেলে যুব সমাজকে বেশি করে ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। তবেই বাংলা আবার হাসি মুখে স্বস্থানে ফিরতে পারবে। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী শিল্প সম্মেলনের শেষ দিনে শিল্পপতিদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এতদিন ধরে বাংলায় যে সব শিল্পগুলি ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছে তার মূলে ছিল নিরাপত্তার অভাব। টাটাদের সিঙ্গুর থেকে চলে যেতে হয়েছিল। তারপরে টাটারা রাজারহাটে ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করে। টিসিএসের কাজের সুবিধা করে দেয় রাজ্য সরকার। কিন্তু সিঙ্গুর নিয়ে যে রাজনীতি হয়ে গেল বাংলায় তা এখন অতীত। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প কেন হচ্ছে না তার মূল রোগটা কোথায় তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে শিল্পপতিরা। রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলার শিল্প গড়ার পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করছেন শিল্পপতিরা। তারা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে শিল্পের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন চেয়েছেন। বাংলার শিল্প গড়ার বহু ক্ষেত্র রয়েছে। সমুদ্র বন্দর তৈরি করা থেকে শুরু করে হাইওয়ে নির্মাণ, উচ্চ মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এর মতো পরিবেশ বাংলায় রয়েছে। রয়েছে সুশিক্ষিত যুব সমাজ। সেই সুশিক্ষিত যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে শিল্পকে আরও বেশি করে উন্নত করা যেতে পারে বলে শিল্পপতিরা মনে করে থাকে।

চ্যাট্টার্জি গোষ্ঠী বাংলার উন্নত মানের কম্পিউটার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সায়েন্স টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করেছেন। বাংলা ছেলেমেরেরা কম্পিউটার সায়েন্সে এগিয়ে রয়েছে। তাদেরকে যদি ঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রযুক্তিবিদ তৈরি হতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায়। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলার যুব সমাজ দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলার কম্পিউটার সায়েন্সের উন্নত পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় গড়া উচিত। সেখানে মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ভূবিজ্ঞানের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে। জার্মান আমেরিকা জাপান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেভাবে প্রযুক্তির শিক্ষা দেওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে বাংলায় সেই সব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব। তবে ছাত্র রাজনীতি থেকে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। স্বাস্থ্য লগ্নির প্রস্তাবে লগ্নি এসেছে।

ছবি ঃ সৌরভ দত্ত

পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে চিনতে না পেরে অভিনেতা উৎপল দত্ত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

ঋত্বিককে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। কেন? ঋত্বিক ঘটকের থিয়েটার করার নানান কাহিনি খুব অল্প বয়সেই গল্প লিখতে লিখতে একসময় তাঁর মনে হয়েছিল ' সেই জন্য নাটকে চলে এসেছিলেন ঋত্বিক। বলছেন, ''ভাবলাম গল্প ক'জন লোককে নাড়া দেয়, আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে, কাজেই অনেক সময় লাগে পৌঁছতে। খুব অল্প বয়সেই গল্প লিখতে লিখতে একসময় তাঁর মনে হয়েছিল ''গল্পটা nadequate''

সেই জন্য নাটকে চলে এসেছিলেন ঋত্বিক। বলছেন, ''ভাবলাম গল্প ক'জন লোককে নাড়া দেয়, আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে,

কাজেই অনেক সময় লাগে পৌঁছতে। আমার তখন টগবগে রক্ত – immediate reaction চাই। সেই-সময়ে হল 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবন-ধারা পাল্টে দিল।... আমি নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়লাম!'' আবার নাটক করতে করতেই তাঁর মনে হল, কয়েক হাজার নয়, লক্ষ মানুষের কাছে যেতে হবে। ''এই ভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। I donót love film. সিনেমার প্রেমে মশায় আমি পড়িনি।''

কিন্তু নাটকই ছিল তাঁর সারা জীবনের পথের দাবি, বক্তব্য প্রকাশের জোরালো মাধ্যম!

'নবান্ন' দেখার পরেই ঋত্বিকের সঙ্গে যোগ বাড়ে প্রগেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের। সেখানে তখন চাঁদের হাট। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, গোপাল হালদার প্রমুখ। সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্য হয়ে গেলেন ঋত্বিক। কিন্তু এখানেও যেন স্বস্তি মিলছে না। এমন অস্থিরতাই যে তাঁকে সারাজীবন তাড়া করেছে। যার সমালোচনাও করেছেন তাঁর গণনাট্যের সহ-যোদ্ধারা।

ঋত্বিকের প্রথম দিকের নাট্য অভিনয় 'চন্দ্রগুপ্ত।' সেটা ১৯৩৬ সাল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই নাটকে ঋত্বিক চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করত রিচি-রোড, ম্যাডক্স স্কোয়ারে। সে সময় তাঁর অল্প বয়স। দাদা মণীশচন্দ্র কলকাতায় তাঁকে এনে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তার পরে পরেই ঋত্বিকের নাটকে হাতেখড়ি। যুদ্ধ শুরু হলে, রাজশাহী ফিরেও নাটক থেকে সরলেন না।

১৯৪২ সালে ঋত্বিক যখন ম্যাট্রিক দিয়ে ঝাড়খণ্ড কোলিয়ারিতে গেল দিদির বাড়ি, সেখানেই ফের অভিনয় করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা।' সে কী উন্মাদনা! নিজেই নির্দেশনায় নামলেন এর পরে পরেই। পরের বছরই রাজশাহী পাবলিক লাইব্রেরিতে করলেন 'অচলায়তন।' একে একে 'ডাকঘর', 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'বিসর্জন', 'পরিত্রাণ।' কখনও অভিনয় করছেন, কখনও নির্দেশক। আবার কখনও মেতে উঠছেন নাটকের আবহ নিয়ে!

রবিঠাকুর থেকে বের হলেন 'জাগরণ' করতে গিয়ে। সেটা ১৯৪৭। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজের পরীক্ষা দিতে গিয়ে 'ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে যোগাযোগ। ক্রান্তি শিল্পী সংঘের প্রযোজনাতেই ঋত্বিক জিন্নার চরিত্রে অভিনয় করেন। এই ৪৭-৪৮ থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা। তখন নাটক নিয়ে খুব মেতেছেন। 'বহুরূপী' ১৯৪৮ সালে 'নবান্ন' নাটকের শো করে। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় তাতেও অভিনয় করলেন ঋত্বিক। শম্ভু মিত্র- দয়াল ওটাউট, ঋত্বিক- রাজীব।

'নবান্ন' নাটকে সাফল্যের পরে ৪৯-এ গণনাট্যের নতুন নাটকে হাত দিলেন। 'ঢেউ।' নাটকে বৃদ্ধ কৃষকের ভূমিকায় নিজেই অভিনয় করলেন। প্রথম অভিনয় যাদবপুর কলেজের হস্টেলের ছাদে। পরের শো সেই রাতেই। সিটি কলেজে। সে দিন ঋত্বিক মেকআপ নিয়ে উৎপল দত্তের কাছে পয়সা চাইতে গেলেন। তাড়িয়ে দিলেন উৎপল! চিনতে পারেননি! অভিনেতা ঋত্বিকের পরের নাটক বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় 'নীলদর্পণ।' 'জাগরণ'-এর জিন্না থেকে 'বিসর্জন'-এর রঘুপতি, 'ঢেউ'-এর বৃদ্ধ কৃষক, 'নীলদর্পণ'-এ তাঁর অভিনয়, তাঁর নির্দেশনা ক্রমশ তাপ ছড়াল শহরে। কিন্তু কিছুতেই যেন শান্তি পান না ঋত্বিক। গল্প, নাটক, সিনেমা... কোথাও না! সারাক্ষণ অদ্ভুত এক ছটফটানি। একটু একটু করে সেটাই কাল হল। দলে তাঁর শৃঙ্খলা নিয়েই প্রশ্ন উঠল। বিজন লিখছেন, ''ওকে অনেক বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। বলেছি, 'অ্যানার্কি'রও একটা ডিসিপ্লিন আছে। ... কিন্তু একটা 'ডিমিনিক ক্রিমিন্যালিটি', একটা 'ম্যাসোকিজম' ওকে পেয়ে বসেছিল!' একই কথা বলেন তাপস সেনও। ''ফেলে-আসা গ্রাম, নদী, আর্কিটাইপাল চরিত্র, এসব নিয়ে থিয়েটার হয় না।'' ঋত্বিক বুঝতে পারেন না তাঁর দোষ কোথায়! 'নাগরিক' যন্ত্রণা যে তাঁকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় দেশভাগ, রাজনীতি, বিষণ্ণ দেশ-কালের ছবি। সেই ছবিতে নোঙরহীন চরিত্রের মিছিল। লিখতে বসলে, ছবির অবয়বের মিশে যায় মেলোড্রামা! পুরাণ থেকে কখনও গল্পের গায়ে এসে ঠেকে পুরাণ-কল্প। তাঁর সম্পর্কে তাঁরই সহ-যোদ্ধা উৎপল দত্ত বলছেন, 'ঋত্বিক যখন থিয়েটার করত, তখনও ছবি করার কথাই ভাবত।'

সে সময় শহরে পর পর ৩১টা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল!

'পিপলস এজ' কাগজে রিপোর্ট করতে গিয়ে অস্থিরতা বাড়ল।

সত্যজিৎ রায়কে সম্মান দিলেও ঋত্বিক সমালোচনা করতেন

শঙ্করলাল কর্মকার

রায় বনাম ঘটক। অভিযান' দেখতে গিয়েছেন সত্যজিতের অনুরোধে। মাঝপথেই উঠে পড়লেন। প্রকাশ্যেই সত্যজিৎকে গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। কেন মেজাজ হারিয়েছিলেন? মদ্যপান করে একদিন তুষার তালুকদারকে বলেছিলেন তার উত্তর। ''মৃণাল ছবিটি দেখে এসে বলল, ঋত্বিক ছবিটি দেখে এসো। তুমি দেখবে মানিকবাবু বহু জায়গায় অযান্ত্রিক-এর প্রায় হুবহু কপি করেছেন। আমি ইন্দিরাতে ছবিটি দেখতে গিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই! অসংখ্য ফ্রেম এক্কেবারে হুবহু এক। মাঝপথে খেপে গিয়ে উঠে পড়লাম। কারণ আমার মনে হল, ছবিটা কিছুই দাঁড়ায়নি।'' অথচ, নিজের 'অযান্ত্রিক' রিলিজ হওয়ার পর তার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকত সত্যজিৎ রায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন! যখন সত্যজিতের 'অশনি সঙ্কেত' রিলিজ করল, তখনও!

ঋত্বিক হাসপাতালে। ঠিক করলেন উৎপল দত্তর 'ব্যারিকেড' দেখতে যাবেন। হঠাৎ করেই মত বদলে দেখলেন 'অশনি সঙ্কেত।' সেবারও হল থেকে বেরিয়ে হতাশ! বললেন, ''অশনি সঙ্কট দেখিয়ে কেন আমার মতো অসুস্থ লোককে আরও সঙ্কটে ফেললে। মানিকবাবু চূড়ান্ত ধেড়িয়েছেন। শেষ দৃশ্যটা মনে করো, সেখানে মন্বন্তরের কোপে পড়া হাজার হাজার ভুখা মানুষের মিছিল দিয়ে ছবি শেষ হয়েছে, তাই তো?'' ঋত্বিক মনে করতেন, গল্পের মতোই শেষটা হওয়া দরকার ছিল। বলেছিলেন, ''মৃত্যুর মিছিল নয়, নতুন জীবনের সৃষ্টি। এইটাই শেষ কথা।'' নিজেও সব ছবির শেষে তেমন ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন।

এর মানে এই নয়, মানিকের সঙ্গে ঝগড়া ছিল ঋত্বিকের। ৬৫-তে সত্যজিতের সুপারিশেই তাঁর পুণের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে কাজ হয়। শোনা যেত, সারা কলকাতা ঘুরে ঋত্বিক লেক রোডে সত্যজিতের বাড়ি দেখিয়ে দিতেন ট্যাক্সিওয়ালাকে। আর বাইরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতেন। ড্রাইভারকে কেবল জিজ্ঞেস করতেন, ''কত?'' সত্যজিৎ মিটিয়ে দিতেন বিল!

জানলায় এসে দাঁড়াবেন চিরচেনা সওয়ারিকে দেখতে, ততক্ষণে ঢোলা পঞ্জাবি, কাঁধে ব্যাগ ভবা হাওয়া! স্মৃতি থেকে সত্যজিৎ জানিয়েছিলেন, ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার আগে থেকেই চিনতেন। সেটা 'ছিন্নমূল' ছবির সুবাদে। ফিল্ম সোসাইটির একটা মিটিং-এ প্রথম আলাপ হয়। স্মৃতি থেকে তিনি বলছেন, ''সে সময় বোম্বেতে বিমল রায়ের সঙ্গে কাজ করছে, বিমল রায়ের ছবির চিত্রনাট্য লিখছে। তার কিছু আগে 'পথের পাঁচালী' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে, সে ছবি দেখেছে এবং দেখে তাঁর খুবই বেশি রকম ভালো লেগেছিল। সে-কথা সে প্রাণ খুলে আমার কাছে বলে। কিন্তু আমার কাছে যে-জিনিসটি সব চাইতে ভালো লেগেছিল সেটা সে যে ভাবে ছবিটাকে বিশ্লেষণ করেছিল, তার কয়েকটা দৃশ্যকে, সেটা থেকে আমার মনে হয়েছিল, ঋত্বিক যদি ছবি করে তাহলে সে খুব ভালোই ছবি করবে।''

সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' দেখে কয়েকটি দৃশ্যের সমালোচনাও করেছিলেন ঋত্বিক। তাঁর মনে হয়েছিল, ''দুর্গা মারা যাওয়ার আগের ঝড়বৃষ্টির দৃশ্য, সেটা বেশ কাঁচা। দুর্গার মৃত্যুর খবরে হরিহর বা সর্বজয়ার প্রতিক্রিয়াও ঠিকমতো ফোটেনি।'' তুষার তালুকদারকে তার কারণ বলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক।

বিদ্যালয়ের গাফিলতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারছে না ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর ১ নং অঞ্চলের বেগম রাবিয়া খাতুন বিদ্যালয়ের এক ছাত্র বিদ্যালযের গাফিলতির কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারছে না। জি উড়াও নামের ওই ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সত্ত্বেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে, যার ফলে সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জি যথাযথভাবে ফর্ম পূরণ করেছিল এবং স্কুলের নির্দেশনা মেনে চলেছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে তার নাম পরীক্ষার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর অভিভাবকরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান, তবে এখনো সমস্যার সমাধান হয়নি। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। তাদের মতে, বিদ্যালয়ের দায়িত্বহীনতার ফলে এক মেধাবী ছাত্রের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জি এবং তার পরিবার বিষযটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের নজরে আনার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে জানান অতি শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে ছাত্রটি যাতে পরীক্ষায় বসতে পারে সেটির যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই ধরনের গাফিলতি প্রশাসনের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। জি উড়াও যাতে তার ন্যায়বিচার পায় এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

রেশন দোকানগুলিতে দুদিনের গ্রাহক-সম্পর্ক অভিযান শুরু হয়েছে

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে খাদ্য দফতরের উদ্যোগে রেশন দোকানগুলিতে দুদিনের গ্রাহক-সম্পর্ক অভিযান আজ শুরু হয়েছে। দফতরের সমস্ত কর্মী আধিকারিকদের এই দুদিন নিজ নিজ এলাকায় অন্তত দুটি রেশন দোকানে গিয়ে গ্রাহক ও ডিলারদের অভাব-অভিযোগ শুনে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কোন ডিলার গ্রাহকদের সঙ্গে বঞ্চনা করছেন এমন ডিলারদের জেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি করা হবে। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার ডিরেক্টরদের, এই অভিযানের সময় চিহ্নিত ডিলারদের উপর বিশেষ নজর রাখতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ পরিচয় দিয়ে গয়না নিয়ে চম্পট দিলো দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশ পরিচয় দিয়ে শিক্ষিকার গায়ের গয়না নিয়ে চম্পট দিলো দুষ্কৃতীরা। শনিবার সকালে এমনই এক ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ফরেস্ট রোড সংলগ্ন মহাকাল ধাম মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্কুলে যাবার জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিক্ষিকা ঝুমা কর, হঠাৎ দুই বাইক আরোহী এসে বলেন, সামনে ছিনতাই চলছে আপনার গায়ের সোনা গুলো খুলে ব্যাগে ঢোকান, দুই দুষ্কৃতীর কথা মতো ওই শিক্ষিকা গয়না গুলো খুলে নিজের ব্যাগে ঢোকানোর পর পুলিশ পরিচয়ে দেওয়া দুই যুবক শিক্ষিকাকে বলেন, কি কি ব্যাগে ঢোকালেন একটু দেখি কারন আমাদের লিস্ট করতে হবে। যেই ওই শিক্ষিকা ব্যাগ থেকে সোনার গয়না গুলো বার করতে উদ্যোগী হন, সেই সময় ব্যাগটি টেনে নিয়েই দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে চম্পট দেয় পুলিশ পরিচয় দিয়ে আসা দুই দুষ্কৃতী। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেলা থেকে গ্রেপ্তার হচ্ছেন অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রতিক অশান্তির আবহে এই দেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ এবং বসবাসকারী বাংলাদেশি

নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে একযোগে অভিযান শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তার ফলে অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রেপ্তার হচ্ছেন অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী প্রচুর বাংলাদেশি নাগরিক। এরই মধ্যে শুক্রবারের পর শনিবার ফের মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রেপ্তার হলেন এক বাংলাদেশি নাগরিক । গতকাল জলঙ্গী থানা এলাকা থেকে ৭ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছিল। শনিবার মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানায় এলাকায় বিএসএফের ৭৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জাওয়াদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। ওই ধৃত ওই অনুপ্রবেশকারীকে ইতিমধ্যেই রানিতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । ধৃত ব্যক্তিকে শনিবার লালবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম সুমন বিশ্বাস। তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়।

এক্স সার্ভিসম্যান সেলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এক্স সার্ভিসম্যান সেলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই লক্ষে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা। তিনি জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই এক্স সার্ভিসম্যান সেলের রাজ্য কমিটি এবং পরবর্তীতে জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, এআইসিসি এর নির্দেশে ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি তৎপর হয়েছে এক্স সার্ভিসম্যান সেলকে সক্রিয় করার জন্য। তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন এক্স সার্ভিসম্যানরা কংগ্রেস ভবনে আসেন। এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এক্স সার্ভিসম্যান সেলের প্রদেশ কমিটি গঠনের জন্য পদাধিকারীদের নামের তালিকা এআইসিসিতে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন পেলে রাজ্য কমিটি পরবর্তী সময়ে জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করবে। এদিনের বৈঠকে এক্স সার্ভিসম্যানদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইসাথে অগ্নিবীর প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আগামীদিনে সংগঠন রাজ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে আঃেদালন কর্মসূচি নেবে বলেও জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা।

অবৈধ বালি তোলার মেশিন জব্দ করলেন গন্ডাছড়ার বনকর্মীরা

গন্ডাছড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়েকদিনের লাগাতর প্রচেষ্টায় অবশেষে একটি অবৈধ বালি উত্তোলনের লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ইলেকট্রিক মেশিন উদ্ধার করলেন ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার বন কর্মীরা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন যাব গন্ডাছড়া বন দপ্তরে অভিযোগ আসছিল যে গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বালি চোরাকারবারি মেশিনের মাধ্যমে বোঝাই করছে বালির গাড়ি। বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পেয়ে নড়েচড়ে বসেন গন্ডাছড়ার বনকর্মীরা। চোরাকারবারিদের হাতেনাতে পাকড়াও করতে মাঠে নামে গোমতী ওয়াইল্ড লাইফ -এর অন্তর্গত গন্ডাছড়া মহকুমার বনকর্মীরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে গন্ডাছড়া মহকুমার উল্টাছা। এলাকার একটি ছড়ার কিনারে হানা দিয়ে লক্ষাধিক টাকার বালি তোলার মেশিন সহ আরো বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সহকারি রেঞ্জ অফিসার ধর্মজয় ত্রিপুরা, বন পেট্রল অফিসার নবেন্দু ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বনকর্মীরা। পেট্রল অফিসার জানান আগামীদিনেও এই ধরণের অভিযান জারি থাকবে।

কয়লা শিল্প পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৈঠক সিউড়ির পিডিসিএল অফিসে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূমের মোহাম্মদ বাজার ডেউচা পাঁচামীর কয়লা শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যের পিটিশিয়াল বোর্ডের চেয়ারম্যান পি বি সেলিম এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার আমনদ্বীপ এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা এসডি এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম যেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠক ছেড়ে পরিস্থিতি ও কাজের অগ্রগতি গতি বাড়াতে চাঁদা মৌজা সহ পাচামি এলাকায় পরিদর্শন করতে গেলেন প্রতিনিধি দল গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরই পূজার্চনা মাধ্যমে মোহাম্মদ বাজার ব্লক এর চাদা মৌজা সরকারি ল্যান্ড এর উপরে কাজ শুরু হয় এখানে পুজোর মাধ্যমে জেসিপিএনে মাঠে উত্তোলন করে জেলা শাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিক এবং গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে তা উদ্বোধন হয় ইতিমধ্যে এই কয়লা শিল্পের জমিদাতা সহ পাট্টা প্রাপকদের চাকরি প্রদান সহ কয়লা শিল্পের বড় প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া হয়েছে সে সকল তাদের প্রায় দেড় হাজার মতন চতুর্থ শ্রেণী পদে নিয়োগ সহ জুনিয়র কনস্টেবল পদে নিয়োগ পত্র তুলে দিয়ে চাকরির সুযোগ করে দিয়েছেন। এখনো যাদের চাকরি পাইনি তাদের সুযোগ করে দিতে হরিণসিঙ্গা, দেওয়ানগঞ্জ, এবং চাঁদা এলাকায় ক্যাম করা হয়েছে সেখান থেকেই তারা সমস্ত কাগজপত্র ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া শুরু করেছেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষা সুস্থ ভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ইতিমধ্যেই পরীক্ষা নিয়ে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করেছে শিক্ষা পর্ষদ।আর এরই পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে তৎপর রয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটেও। পরীক্ষা চলাকালীন যাতে কোনরকম অপ্রতিকর ঘটনা না ঘটে এবং কোন পরীক্ষার্থীর যাতে কোনরকম সমস্যা না হয় সেই দিকে প্রত্যেক বারের মতো এবারও বিশেষ নজর রাখছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, সম্প্রতি এমনটাই জানালেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তিনি বলেন এবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সাতটি থানার অন্তর্ভুক্ত মোট ৩৬টি পরীক্ষা কেন্দ্র হতে চলেছে। এবং এই ৩৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তায় থাকছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। এছাড়াও ট্রাফিক সচ্ছল রাখতে থাকছে অতিরিক্ত পুলিশি মোতায়েন। জানা যায় প্রায় ৩৬টি পরীক্ষা কেন্দ্র ও শহরের ট্রাফিকে মোট ৬০০জন পুলিশ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় কর্তব্যরত থাকবেন। এছাড়াও এবছর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের থেকে বিশেষ সংযোজন হিসেবে থাকছে মোটরসাইকেল মোবাইল। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, শিলিগুড়ি শহরের মূল কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ২৫ টি মোটরসাইকেল মোবাইল মোতায়েন থাকবে, যদি কোনরকম পরীক্ষার্থীর নিজের পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে বিলম্ব হয় তাহলে এই মোটরসাইকেল মোবাইল তাদের দ্রুত নিজেদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে। ১০০ অথবা ২৬৬২২১০ ডায়াল করলেই এই সুবিধা নিতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। এছাড়াও নিরাপত্তার দিকে থাকছে বেশ কিছু পদক্ষেপ। যেমন পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশি মোতায়ন, আরটি মোবাইল, মোটরসাইকেল মোবাইল সহ অন্যান্য পদক্ষেপ। পাশাপাশি পরীক্ষা চলাকালীন ট্রাফিক ব্যবস্থা সচ্ছল রাখতেও নেওয়া হচ্ছে একাধিক উদ্যোগ। যাতে সুস্থভাবে সম্পন্ন হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা।

মনসার ‘পদ্মামঙ্গল’ পুঁথি আবিষ্কার করলেন বালুরঘাট কলেজের বাংলার অধ্যাপক ড. সমিত কুমার সাহা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার গোলইসুরা গ্রাম থেকে কবি জগত জিবনের মনসা বিষয়ক একটি খণ্ডিত পুথি আবিষ্কার করলেন বালুরঘাট কলেজের বাংলার অধ্যাপক ড. সমিত কুমার সাহা। এই পুথিকে কেন্দ্র করে তিনি গ্রন্থ লিখেছেন আবিস্কৃত মনসার পুঁথি জগত জিবন বিরচিত পদ্মামঙ্গল। গ্রন্থটি কলকাতার ৩৬এ, কলেজ রো - র অন্নপূর্ণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ও কবি অধ্যাপক ড. সমিত কুমার সাহা জানিয়েছেন - এই পুথি আবিস্কারের আনন্দ অপরিসীম। বিশেষত কবি জগত জীবনের মনসা বিষয়ক ‘পদ্মামঙ্গল’ নামে পুঁথি আবিস্কার বোধ হয় এই প্রথম। আবিস্কৃত এই পুঁথির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেবদেবী কথা, মনসার ক্রোধ, মাহাত্ম্য, চাঁদ সদাগরের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, দিনাজপুরের কৃষিজাত পণ্য ও কুটির শিল্প নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা, উচ্চবর্গের চরিত্র, নিম্নবর্গের চরিত্র, সতীদাহের বিরুদ্ধে বেহুলার প্রতিবাদ ও ভাসানযাত্রা অসাধারণভাবে রূপায়িত হয়েছে। পুথিটির মধ্যে দিনাজপুরের নানা বিশেষত্ব রয়েছে। চাঁদ সদাগর ১৪ টি ডিঙিতে দিনাজপুরের বরা ধানের চাল, নারিকেল, হলুদ, আম, জিরা, জাম, পাট, শাড়ি, ধোকরা ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলেন পাটনের উদ্দেশ্যে। বাণিজ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যেমন হলুদের বিনিময়ে সোনা, নারিকেলের বিনিময়ে শঙ্খ, ধোকরার বদলে সুবর্ণ কাপড় এনেছিলেন। চারশো বছর আগে কবি জগত জীবন এই পদ্মামঙ্গল কাব্যে দিনাজপুরে ধোকরা ও শাড়ির কথা তুলে ধরেছেন। ধোকরা তৈরীর পীঠস্থান বলা যেতে পারে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি থানা, দিনাজপুরের শাড়ির বিবর্তিত রূপে এসেছে গঙ্গারামপুরের তাঁতের শাড়ি। তাই লেখক ও কবি অধ্যাপক ড. সমিত কুমার সাহা তাঁর গ্রন্থে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এই ধোকরা ও গঙ্গারামপুরের তাঁতের শাড়িকে যদি জি.আই ট্যাগ দেওয়া যায় সেই বিষয়টি সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন।

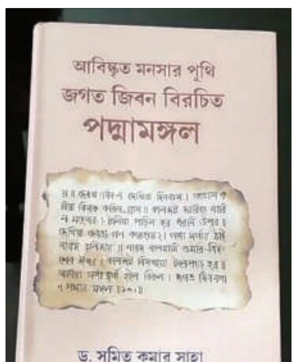

চাষের জমিতে পুরসভার আবর্জনা ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো আরামবাগে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চাষের জমিতে পুরসভার আবর্জনা ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় আরামবাগের দৌলতপুরের চাষিপাড়া এলাকায়। পুরসভার কর্মীরা সীমানা নির্দেশের জন্য খুঁটি পুঁতেতে এলে তেড়ে যায় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি এমন হয় যে, ঘটনাস্থলে পুরসভার কর্মীরা গেলেও চাষিরা লাঠি-বাঁশ হাতে তেড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। অভিযোগ এর আগেও আরামবাগ পুরসভা তিরোল অঞ্চলের বাইশ মাইল এলাকায় পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি একটি খেলার মাঠ দখল করতে এসেছিলেন। তখনও গ্রামের মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের হঠিয়ে দেয়। এখন কাঁটাবনিতে চাষের জমি ঘিরে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হবে শুনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। কাঁটাবনির চাষিদের অভিযোগ, ‘এলাকায় পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড হবে জানতাম না। হঠাৎ করে ওরা এ দিন এসে খুঁটি পুঁততে শুরু করে। এতেই সমস্ত চাষি একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়ায়।’ চাষিদের দাবি, ‘ কখনওই এই জমি ছা।বনা। বাম জমানা থেকে পাট্টায় পাওয়া এই জমিতে আমরা চাষ করছি। এখন জমি কেড়ে নিচ্ছেন পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি। তিনিই লোকজন পাঠিয়েছিলেন। আমরা রুখে দিয়েছি।’ এক চাষির বক্তব্য, ‘ মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের জন্য নানা ধরনের প্রকল্প তৈরি করেছেন, সেখানে চেয়ারম্যান কী করছেন। আমরা যাব কোথায়, খাব কী? জোর করে জমি দখল করতে এলে আমরা প্রাণ দেব বা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হব। কোনওমতেই আমরা জমি দেব না।’ এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তেজনার কথা স্বীকার করলেও জানিয়েছেন, বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘উত্তেজনা বা বিক্ষোভ হয়নি। আমাকে কেউ কিছু জানাননি। বিষয়টি দেখছি।’

মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিলের দাবিতে তিলথৈ বাজারে বিক্ষোভ মহিলাদের

কদমতলা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মদের দোকান বন্ধ করার দাবিতে রাস্তায় নামলেন মহিলারা। ঘটনা পানিসাগর থানার অধীন তিলথৈ বাজারে। স্থানীয় মহিলাদের দাবি মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। তিলথৈ সহ আশেপাশের কোন জায়গাতেই যাতে মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দেওয়া না হয়। যদি প্রশাসনের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে আগামীদিনে জাতীয় স।ক অবরোধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। শনিবার যুবরাজনগরের তিলথৈ এলাকার কিছু মহিলা একজোট হয়ে বাজারে রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেন পানিসাগর থানার পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। আন্দোলনকারি মহিলাদের সাথে আলোচনা করে অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল সহ অন্যান্য বিষয়গুলি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের গোচরে নেওয়া হবে। আঃেদালনকারী মহিলাদের অভিযোগ প্রতিদিন মদের দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন লক্ষ করা যায়। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে। তাছাড়া এলাকায় আইন শৃঙ্খলারও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই অবিলম্বে এই মদের দোকানের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। অন্যথায় আগামীদিনে তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিজেপির উল্লাস মিছিল জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গেরুয়া আবিরে দোল পূর্ণিমার আগেই অকাল হোলি পালন করছে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঢাক ঢোল সহযোগে বিজেপির উল্লাস মিছিল জলপাইগুড়িতে। শনিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির রাজপথে বিজয় মিছিল দিল্লী বিজেপি জয়ে । জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয় থেকে এর তরফে শহরে বিজেপির উল্লাস মিছিল। দিল্লিতে বিজেপির ঝড়, সেই ঝড়ের ঢেউ আছড়ে পড়লো জলপাইগুড়িতে। শনিবার সন্ধ্যায় উল্লাস মিছিল জলপাইগুড়ি শহরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তিনবারের আপ সরকারের পতনের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি।

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
NIT No. 07/LGP/2024-25
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5 (Five)Nos. different work(s). Last date of dropping of sealed Tender form on or before **17/02/2025 up to 02.00 PM**. Date of Opening of Tender on **17/02/2025 at 3:00 PM**. For details contact at GP Office.
Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

নিউ আউটলুক সিকিউরিটিস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২৪২ / ১ নেতাজী সুভাষ রোড, ১ তলা, ফ্ল্যাট নং. ১০২, হাওড়া- ৭১১ ১০১
(CIN: U46109WB1982PLCO35324)
ফোন ঃ **+919163513229**
ইমেল ঃ newoutlook8@yahoo.com (লক্ষ টাকা)

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান					
	৩ মাস শেষে			৯ মাস শেষে		বর্ষ শেষে
	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (পরীক্ষিত)
মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	১.১৪	৬.২৮	০.৩০	৭.৮৪	০.৯০	১.৩২
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৮	(৪.২২)	০.০৫	(৩.৬৬)	০.১২	০.১৬
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৮	(৪.২২)	০.০৫	(৩.৬৬)	০.১২	০.১২
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৮	(৪.২২)	০.০৫	(৩.৬৬)	০.১২	০.১২
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং / অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে))	০.৫৮	(৪.২২)	০.০৫	(৩.৬৬)	০.১২	০.১২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৯৫৭.১১
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
(ক) মূল	০.০৯	--	০.০১	--	০.০২	০.০২
(খ) মিশ্র	০.০৯	--	০.০১	--	০.০২	০.০২

নোট
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শনিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্ত ফলাফলটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোনের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে।
৩. উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ (Ind AS) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৬ এর বিধি ৩ এর সাথে একত্রে পঠিত।

নিউ আউটলুক সিকিউরিটিস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
(অনিল কুমার দাস)
ডাইরেক্টর
DIN: 10355466

তারিখঃ ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

সুপার ফিন্যান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এফ ৩ / ৩১৩ ও ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২ তলা, বি.বি.টি. রোড,
জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ১৪১
(CIN: U46109WB1972PLC028257) ফোন ঃ **+918697057242**
ইমেল ঃ superfin102@rediffmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.superfinanceltd.com (লক্ষ টাকা)

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান					
	৩ মাস শেষে			৯ মাস শেষে		বর্ষ শেষে
	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (পরীক্ষিত)
মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	১.১০	৬.২৩	০.২৬	৭.৭০	০.৭৭	১.১৭
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৬০	(৪.৫২)	০.০৫	(৩.৯৪)	০.১৩	০.১৭
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৬০	(৪.৫২)	০.০৫	(৩.৯৪)	০.১৩	০.১৩
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৬০	(৪.৫২)	০.০৫	(৩.৯৪)	০.১৩	০.১৩
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং / অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে))	০.৬০	(৪.৫২)	০.০৫	(৩.৯৪)	০.১৩	০.১৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৯৫৯.২২
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
(ক) মূল	০.০১	--	--	--	--	--
(খ) মিশ্র	০.০১	--	--	--	--	--

নোট
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শনিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্ত ফলাফলটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোনের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে। কোম্পানী ওয়েবসাইট www.superfinanceltd.com
৩. উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ (Ind AS) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৬ এর বিধি ৩ এর সাথে একত্রে পঠিত।

গঙ্গা বিল্ডারস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
(মলয় কুমার পাল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 03639212

তারিখঃ ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

গঙ্গা বিল্ডারস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এফ ৩ / ৩১৩ ও ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২ তলা, বি.বি.টি. রোড,
জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৪১
(CIN : U45209WB1982PLC035392) ফোন ঃ **+91 8272987459**
ইমেল ঃ gangabuilders82@gmail.com ওয়েবসাইট ঃ https://gangabuildersin (লক্ষ টাকা)

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান					
	৩ মাস শেষে			৯ মাস শেষে		বর্ষ শেষে
	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (পরীক্ষিত)
মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	২১.২৯	৬.১০	০.২৬	২৭.৮৪	০.৭৯	১.২৭
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৮	(৪.৭২)	০.০৪	(৪.১২)	০.১০	০.১৫
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৮	(৪.৭২)	০.০৪	(৪.১২)	০.১০	০.১২
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৮	(৪.৭২)	০.০৪	(৪.১২)	০.১০	০.১২
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং / অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে))	০.৫৮	(৪.৭২)	০.০৪	(৪.১২)	০.১০	০.১২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৬৪.০০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৯৪৩.২৭
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
(ক) মূল	০.০৯	--	০.০১	--	০.০২	০.০২
(খ) মিশ্র	০.০৮	--	০.০১	--	০.০২	০.০২

নোট
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শনিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্ত ফলাফলটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোনের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে। কোম্পানী ওয়েবসাইট https://gangabuildersin
৩. উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ (Ind AS) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৬ এর বিধি ৩ এর সাথে একত্রে পঠিত।

গঙ্গা বিল্ডারস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
(দোলন গ্যানেট)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 09737305

তারিখঃ ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এফ ৩ / ৩১৩ ও ৩১৪, শ্রীমা কমপ্লেক্স, ২ তলা, বি.বি.টি. রোড,
জলকাল, মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৪১
(CIN: U46109WB1981PLCO33979)
ইমেল ঃ shivlaxmi_102@yahoo.com (লক্ষ টাকা)

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অননুমোদিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

বিবরণ	স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান					
	৩ মাস শেষে			৯ মাস শেষে		বর্ষ শেষে
	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১।১২।২৪ (পরীক্ষিত)
মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	১.০৫	৬.১৪	০.২৮	৭.৫৭	০.৮৩	১.১৯
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৪	(৪.৫৩)	০.০৬	(৪.০৩)	০.১৫	০.১৬
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৪	(৪.৫৩)	০.০৬	(৪.০৩)	০.১৫	০.১২
সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	০.৫৪	(৪.৫৩)	০.০৬	(৪.০৩)	০.১৫	০.১২
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) (করের পরে) এবং / অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে))	০.৫৪	(৪.৫৩)	০.০৬	(৪.০৩)	০.১৫	০.১২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৪.৫০	৬৪.৫০	৬৪.৫০	৬৪.৫০	৬৪.৫০	৬৪.৫০
সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	--	৯৫৭.৩০
প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
(ক) মূল	০.০৮	--	০.০১	--	০.০২	০.০২
(খ) মিশ্র	০.০৮	--	০.০১	--	০.০২	০.০২

নোট
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শনিবার, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরোক্ত ফলাফলটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোনের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাবে।
৩. উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ (Ind AS) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৫ এবং সংশোধিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধি, ২০১৬ এর বিধি ৩ এর সাথে একত্রে পঠিত।

শিবলক্ষ্মী এক্সপোর্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
(সুরজিত মণ্ডল)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN: 09737859

তারিখঃ ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

খাওয়া- দাওয়া

শিমআলুতে পুঁটি মাছের রেসিপি

উপকরণঃ পুঁটি মাছ ৩০০ গ্রাম, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, মাঝারি আলু ২টা, শিম আধা কেজি, টমেটো ১টি, কাঁচা মরিচ ২টি, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, জল পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ অল্প হলুদ, লবণে পুঁটি মাছ মেখে তেলে ভেজে রাখুন। ভাজা তেলে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচগুঁড়া, লবণ, বাকি হলুদগুঁড়া আর সামান্য জল দিয়ে কষান। টুকরা করা আলু ও শিম দিয়ে দিন। কয়েক মিনিট নেড়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে ঢেকে দিন। ভাজা পুঁটি মাছ, টমেটো, কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। ১০ মিনিট পর জিরাগুঁড়া আর ধনেপাতাকুচি দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।

মটরশুঁটি টমেটোতে বক মাছ

উপকরণঃ বক (কাইক্কা) মাছ ৪০০ গ্রাম, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, তেল ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটোকুচি ২ টেবিল চামচ, মটরশুঁটি ৫০০ গ্রাম।

প্রণালিঃ বককাইক্কা মাছ ছোট ছোট টুকরা করে নিন। হলুদ, লবণ মেখে ভেজে তুলে রাখুন। তেলে বাকি সব মসলা ও টমেটো কষিয়ে নিন। এবার মটরশুঁটি ও ভাজা মাছ দিয়ে দিন। ১০ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দিন।

পনির দিয়ে বানাতে পারেন নানা পদ, কারিও বানানো যাবে খুব সহজে

মসলার উপকরণ

মাখন ২ টেবিল চামচ, আস্ত জিরা আধা চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, টমেটোকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, কাশ্মীরি লাল মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, আস্ত কাঁচামরিচ ২টা, কাজুবাদাম ৫৬টা, পাপরিকা সিকি চা-চামচ, গরমমসলাগুঁড়া সিকি চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, জল দেড় কাপ।

প্রণালি

চুলায় প্যান দিন। প্যানে মাখন দিন। মাখন গলে একটু গরম হলে আস্ত জিরার ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন। একটু নরম হলে টমেটোকুচিসহ বাকি উপকরণগুলো দিয়ে কষিয়ে নেবেন। এক থেকে দেড় কাপ জল দেবেন। ৫৭ মিনিট জ্বাল দিন। নামিয়ে ঠান্ডা করুন। মসলাটা ব্লেন্ড করে ছেঁকে নিন।

কারি তৈরির উপকরণ

রান্নার পনির ২৫০ গ্রাম, মাখন ২ টেবিল চামচ, বেছে নেওয়া মটরশুঁটি ১ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম ২ চা-চামচ, চিনি আধা চা-চামচ, কাসৌরি মেথি ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

পনির চারকোনা আকারে কেটে নিন। কড়াইয়ে মাখন দিয়ে পনিরগুলোকে শ্যালো ফ্রাই করে নিন। একই কড়াইয়ে মটরশুঁটিগুলো

হালকা ভেজে নিন। চুলায় অন্য আরেকটি প্যান দিয়ে আগের তৈরি করা মসলা দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ থাকবে অল্প। মসলাটা ফুটে উঠলেই ভেজে রাখা মটরশুঁটি, পনির, ১ চা-চামচ ক্রিম, চিনি ও কাসৌরি মেথি দিয়ে ২ মিনিট ঢেকে রাখুন। এরপর নামিয়ে নিন। পরিবেশন পাত্রে নিয়ে ১ চা-চামচ ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে দিন।

নান, পরোটা বা লুচির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

১০০ দিনের যক্ষ্মা নির্মূল অভিযান কলকাতায়

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারীঃ ১০০ দিনের যক্ষ্মা নির্মূল অভিযানের অংশ হিসেবে - যক্ষ্মা নির্মূলের তীব্রতর লক্ষ্যে গৃহীত একটি সাহসী পদক্ষেপ, যা দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে, ০৮.০২.২০২৫ তারিখে ক্বক্বঙ সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচ, কলকাতায় যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এক অনন্য মহা ওয়াকাথনের মাধ্যমে শুরু হয়। ক্বক্বঙ-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, ক্বক্বঙ সদর দপ্তরের প্রধান প্রধান চিকিসা পরিচালক ডঃ অঞ্জনা মালহোত্রা এবং অন্যান্য সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে

ওয়াকাথনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যাতে যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্যে প্রচারণা চালানো যায়। যক্ষ্মা নির্মূলের বার্তা সম্বলিত টি-শার্ট পরে প্রায় ১৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মী হাতে প্ল্যাকার্ড এবং ব্যানার নিয়ে জিঙ্গেলসের পটভূমিতে স্লোগান সহকারে হেঁটে যান। ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের সদস্যরা সচেতনতা প্রচারণার অংশ হিসেবে একটি নুক্কাদ নাটক উপস্থাপন করেন।

সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর একটি অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ অঞ্জনা মালহোত্রা। পিসিএমডি, এসইআর, এরপর যক্ষ্মা সম্পর্কিত একটি ছোট উপস্থাপনা এবং সদর দপ্তর, মেডিকেল বিভাগের কর্মীদের দ্বারা একটি নাটক উপস্থাপন করা হয়। এই প্রোগ্রামটি আইইসি (ইনটেনসিফায়িং ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন) এবং চিকিসার মাধ্যমে যক্ষ্মা মুক্ত ভারতের চূড়ান্ত গন্তব্য এবং লক্ষ্যে মশাল বহন করবে।

অবৈধ বালি তোলার মেশিন আটক করলেন বনকর্মীরা

গন্ডাছড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়েকদিনের লাগাতর প্রচেষ্টায় অবশেষে একটি অবৈধ বালি উত্তোলনের লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ইলেকট্রিক মেশিন উদ্ধার করলেন ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার বন কর্মীরা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন যাবৎ গন্ডাছড়া বন দপ্তরে অভিযোগ আসছিল যে গন্ডাছড়া মহকুমার প্রত্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বালি চোরাকারবারি মেশিনের মাধ্যমে বোঝাই করছে বালির গাড়ি। বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পেয়ে নড়েচড়ে বসেন গন্ডাছড়ার বনকর্মীরা।

চোরাকারবারিদের হাতেনাতে পাকড়াও করতে মাঠে নামে গোমতী ওয়াইল্ড লাইফ -এর অন্তর্গত গন্ডাছড়া মহকুমার বনকর্মীরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে গন্ডাছড়া মহকুমার উল্টাছড়া এলাকার একটি ছড়ার কিনারে হানা দিয়ে লক্ষাধিক টাকার বালি তোলার মেশিন সহ আরো বেশ কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেন বনকর্মীরা।

অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সহকারি রেঞ্জ অফিসার ধর্মজয় ত্রিপুরা, বন পেট্রল অফিসার নবেন্দু ভট্টাচার্জ সহ অন্যান্য বনকর্মীরা। পেট্রল অফিসার জানান আগামীদিনেও এই ধরণের অভিযান জারি থাকবে।

সন্তানের জন্য নিজেই গড়লেন বিশেষ স্কুল

অটিস্টিক সন্তানকে ভর্তি করাতে এই স্কুল থেকে সেই স্কুলে ঘুরেছেন এক নারী। কিন্তু কোথাও কেউ তাঁকে আশার বাণী শোনায়নি। এক এক করে ২২টি স্কুল তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই নারী আজ নিজেই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য একটি স্কুল গড়ে তুলেছেন, যাতে তাঁর সন্তানের মতো অন্যদের এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে না হয়।

সিরিয়ার এই নারীর নাম রানা আক্কাদ। তিনি দুবাইয়ে বসবাস করেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমার ছেলে জাদ আতাসিকে ২২টি স্কুল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি সস্তা, নামীদামি, নিম্নমানের সব ধরনের স্কুলে চেষ্টা করেছি। এমনকি আমি তাকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি সেন্টারেও রাখতে চেয়েছি। কিন্তু সেখানে সে শারীরিকভাবে অনেক পিছিয়ে পড়ছিল। তার কথা বলা ও আচরণগত কিছু সমস্যা ছিল, কিন্তু শারীরিক কোনো অক্ষমতা ছিল না।' ২২ বছর আগে দুবাইয়ে আসা রানা বলেন, তিনি খেয়াল করলেন, জাদের যখন দেড় বছর বয়স, তখন সে কারও সঙ্গে মেশে না, চোখের দিকে তাকায় না। সে মা-বাবা, বল ও হ্যালো বলতে পারত, পুতুল ধরতে পারত, কিন্তু হঠাৎ করে সেগুলো নাই হয়ে গেল। ছেলের চোখে আনন্দের সেই ঝলকানি তিনি আবার দেখেছিলেন যখন তিনি তাঁর সন্তানের মতো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সেন্টার খোলেন, তখন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দুই বছর পর জাদ হঠাৎ মারা যায়। তখন তার বয়স ছিল ১১ বছর।

নিজের প্রয়োজনে ঘুরে দাঁড়ানো

ছেলের মৃত্যু র পর আগেকার ঘটনা বলতে গিয়ে রানা বলেন, নিজেরা বুঝতে পারলেও একসময় ক্লিনিক্যালি বলা হলো, জাদ অটিজমে আক্রান্ত। ধীরে ধীরে পরিবার এ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়। কিন্তু তাকে স্কুলে ভর্তি করাটা ছিল কঠিন যুদ্ধ। রানা

বলেন, ২২ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সর্বশেষ সে স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেলেও এর পরের সংগ্রামও কম কঠিন ছিল না।

যে স্কুলে জাদ ভর্তি হয়েছিল, সেটি কয়েক বছর পর কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছিল। রানা বলেন, তিনি সব সময় স্কুলটি নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতেন। প্রথম কয়েকটি বছরের সুন্দর সময়ের কথা স্মরণ করেন রানা। বলেন, 'জাদ তার শ্যাডো শিক্ষকদের সঙ্গে ক্লাসে যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চারা সব সময় তাকে সঙ্গে রাখত। তাদের কাছে জাদের পরিচয় ছিল, এই ছেলেটি ইংরেজি বলতে পারে, কী নিষ্পাপ শিশুদের চিন্তাভাবনা। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল, তারা আর জাদের সঙ্গে মিশছে না। আমি তাকে নিয়ে একদিন স্কুল থেকে ফিরছিলাম। হেঁটে আসার সময় দেখলাম, কিছুটা আসার পর সে দাঁড়িয়ে গেছে। ডাকলেও তাকাচ্ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখলাম, তার সব বন্ধু একটি গাড়িতে করে তাদের আরেক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে। আমার ছেলের চোখে সেদিন যে কষ্ট আমি দেখেছিলাম, তা দেখে আমি মরে যাচ্ছিলাম।'

এটি ছিল সেই মুহূর্ত, যখন রানা ঠিক করেছিলেন, তাঁকে জাদ ও জাদের মতো অন্য শিশুদের জন্য কিছু করতে হবে। নিরাপদ জায়গা গড়ে তোলা রানা বলেন, 'আমি বুঝতে পারলাম, মূলধারার স্কুলে ভর্তি করানোর এই লড়াই আসলে জাদের জন্য নয় বরং আমি নিজের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য করছি। আমি শিখলাম, একজন মা তার সন্তানের জন্য আকাশ-পাতাল সব এক করে দিতে পারে, কিন্তু নিজের সন্তানের বন্ধু হওয়ার জন্য অন্য শিশুদের ঘুষ দিতে বা বাধ্য করতে পারে না। আমি উপলব্ধি করলাম, আমার এ লড়াই আদতে ভুল। তখনই আমি মনস্থির করলাম, ছেলের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা গড়ে তুলতে হবে।' চার বছরের শিক্ষা, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পর ২০১৬ সালের অক্টোবরে রানা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য 'মডার্ন অলটারনেটিভ এডুকেশন' সেন্টার চালু করেন। ছেলেসহ মোট ১১ শিক্ষার্থী ছিল সেখানে। কিন্তু জাদ তখন বিষণ্নতার চরম পর্যায়ে। নতুন এ পরিবেশ তার মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। তার মতো অন্যদের সে ওখানে বন্ধু হিসেবে পেল। মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল দুঃখজনকভাবে দুই বছর পর জাদ হঠাৎ মারা যায়। তখন তার বয়স ছিল ১১ বছর। রানা বলেন, জাদের মৃত্যু র সঙ্গে অটিজমের কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য দিনের মতো সে সেদিন স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়েছিল, কিন্তু আর জেগে ওঠেনি। এটি ছিল সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ, কিশোর বয়সে যা বিরল। কিন্তু ছেলের এই মৃত্যু শোককে রানা শক্তিতে পরিণত করেছেন। সেন্টারটিকে নতুন উদ্যমে চালু করেন। আগের নাম পাল্টে নতুন নাম দেন জাদ'স ইনক্লুশন। রানা বলেন, 'এই সেন্টারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। জাদকে হারানোর পরও আমি এটি চালিয়ে যেতে পেরেছি। আমি আমাকে বোঝাতে থাকি, জাদ ছিল দেবদূত, সে শুধু তার মতো শিশুদের জন্য একটি জায়গা তৈরি করে দিতে এসেছিল। আর এটা হয়ে যাওয়ার পর সে বিদায় নিয়েছে। আর এ কারণে এই সেন্টার বন্ধ করে দেওয়ার মতো কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। আমি তার ১২তম জন্মদিনে ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি সেন্টারের নাম মডার্ন অলটারনেটিভ এডুকেশন থেকে ''জাদ'স ইনক্লুশন রাখি এবং সেদিন আমি তার স্মরণে ক্যাম্পাসে একটি জলপাইগাছ রোপণ করি।' সেন্টারে কী আছে রানা বলেন, সেপ্টেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত প্রতি সোম থেকে শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সেন্টারটি খোলা থাকে। দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাদের গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানএই মৌলিক বিষয়গুলো পড়ানো হয়। এরপর তাদের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪০ শিক্ষার্থী রাখার সুযোগ আছে। সেন্টারের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন এখানে ধরে রাখা নয় বরং তাদের মূলধারার স্কুল বা চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করা। আর এটি হয়ে থাকে এএসডিএএন এবং ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে। এ সেন্টারের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর ছোট ক্লাসরুম এবং শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষকের অনুপাত। প্রতিটি ক্লাসে ছয়-আটজন শিক্ষার্থী থাকে এবং তাদের সাথে তিন-চারজন স্টাফ সদস্য থাকে। সেখানে একজন বিশেষ এডুকেশনাল নিড শিক্ষক, একজন সহকারী শিক্ষক এবং অন্তত একজন বা দুজন শ্যাডো শিক্ষক থাকে। বর্তমানে ২৫ শিশুর বিপরীতে ২০ জন স্টাফ সদস্য আছেন।

অল ত্রিপুরা এমজিএন রেগা এমপ্লোইজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশানের আলোচনা সভা

শান্তিরবাজার, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটরিয়ামে অল ত্রিপুরা এমজিএন রেগা এমপ্লোইজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশান এর উদ্যোগে জেলাভিত্তিক প্রথমবারের মত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সদস্য নিতিশ দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপির দক্ষিণ জেলার সভাপতি দীপায়ন চৌঁধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক সহ এসোসিয়েশান এর রাজ্য ও জেলাস্তরের নেতৃত্বরা। আলোচনা সভার মাধ্যমে এসোসিয়েশান এর সদস্যরা দক্ষিণ জেলার ৮ টি ব্লকে এম জি এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি কর্মসূচী করছেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ব্লকে কর্মরত কর্মীদের বিভিন্ন দাবীগুলি উপস্থাপন করা হয়। এসোসিয়েশানের কর্মকর্তারা স্বীকার করেন বিগত সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারের অধীনে তারা বিনা আন্দোলনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের বেতন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে।

দুই তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দু'জন আলোকচিত্রীর বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ যাদবপুরে দুই তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল আলোকচিত্রীর পরিচয় দেওয়া দুই যুবকের বিরুদ্ধে। যাদবপুর থানায় শুক্রবার রাতে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, সিনেমায় কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে 'নির্যাতিতা'দের সঙ্গে আলাপ করেন দুই অভিযুক্ত। টলিউড তারকাদের ছবি তোলেন তথাগত ঘোষ। তাঁর জনপ্রিয়তা বিপুল। শুক্রবার যাদবপুর থানার দ্বারস্থ হন তিনি। প্রতীক পাল ওরফে সায়ন এবং তপন পাল ওরফে অনিকেত বসুর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সায়ন উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের বাসিন্দা। তপন নৈহাটিতে থাকে। প্রতীক এবং তপন নাকি ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত। অভিযোগ, তারা তারকা ফটোগ্রাফার তথাগত ঘোষের নাম করে একাধিক তরুণীর সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মহিলাদের দাবি, পোর্টফোলিও তৈরির নামে বিভিন্ন জায়গায় ডেকে নিয়ে যেত দুই যুবক। সেখানে ছবি তোলার অছিলায় ধর্ষণ করত। টলিপাড়ায় কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাসও দিত। এর পরে ওই দুই তরুণীকে বেশ কয়েকবার তাঁরা ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। ধর্ষণের বিষয়টি গোপন রাখার জন্য 'নির্যাতিতা'দের নাকি হুমকিও দেন অভিযুক্তেরা।

এলাকার মানুষ তাঁকে নিয়ে এখন গর্ববোধ করেনঃ অনিতা

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় দুর্গম একটি এলাকায় বেড়ে উঠেছেন আনিতা করিম। বড় তিন ভাইয়ের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি খেলে লড়াইয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। এ অভিজ্ঞতাই তাঁকে মিক্সড মার্শাল আর্টসের (এমএমএ) জগতে নাম লেখানোর জন্য প্রস্তুত করে তোলে। আনিতা এখন দেশটির নামকরা এমএমএ যোদ্ধা। থাই কিকবক্সিং, জাপানি জুডো ও রেসলিংয়ের মতো খেলাগুলোর একটি মিশ্রিত রূপ এমএমএ। সংবাদ মাধ্যমকে আনিতা বলেন, 'যে গ্রাম থেকে আমি এসেছি, সেখানকার লোকেরা নারী যোদ্ধাদের সমর্থন দেন। তবে আমি যখন এমএমএ শুরু করি, তখন এ বিষয়ে কোনো জানাশোনা ছিল না তাঁদের।' ২৮ বছর বয়সী আনিতা জানান, তাঁর গ্রামের বাসিন্দারা একসময় এমএমএকে পুরুষদের খেলা মনে করত। তারা ভাবত, নারীরা এটা পারবেন না। ৮ বছর আগে এমএমএ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পান আনিতা। তিনি ওয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আন্তর্জাতিক এমএমএ আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রথম পাকিস্তানি নারী তিনি। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে নিজস্ব ব্যায়ামাগারে প্রশিক্ষণ দেন আনিতা। সেখানে তিনি সাংবাদিককে বলেন, এখন নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক মন্তব্য ও সমালোচনা বন্ধ হয়েছে। রক্ষণশীল পাকিস্তানে নারীদের খেলাধুলায় তেমন একটা অংশ নিতে দেখা যায় না। প্রায়ই পরিবার থেকে তাঁদের খেলাধুলাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তবে আনিতা করিমের এলাকা গিলগিট-বালটিস্তানে নারীদের ওপর বিধিনিষেধ অনেকটা কম। আর তা নারীদের জন্য খেলায় অংশ নেওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। গত অক্টোবরে ওই অঞ্চল থেকে মালিহা আলী ও মানিশা আলী নামের দুই বোন ইন্দোনেশিয়ায় তায়কোয়ান্দ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সোনা ও ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। পরিবারের মালিকানাধীন ব্যায়ামাগারে দাঁড়িয়ে আনিতার ৩৩ বছর বয়সী ভাই উলুমি বলেন, 'আমরা জানতাম, ও এটা করতে পারবে এবং যেকোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ওর প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি ছিল না।' আঞ্চলিক সরকারের তথ্য অনুযায়ী, আনিতা করিম পাকিস্তানে একটি এমএমএ নারী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ওই দলের পাঁচ সদস্য গিলগিট-বালটিস্তান থেকে আসা।

নিজ জন্মশহরে আনিতা মূলত তায়কোয়ান্দো ও জাপানি কুস্তিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ইসলামাবাদে মাধ্যমিক স্কুলে পড়তে গিয়ে এমএমএর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। আনিতা জানান, শুরুতে কাছের অনেক মানুষের কটু কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এখন তাঁরা বোঝেন। এলাকার মানুষ তাঁকে নিয়ে এখন গর্ববোধ করেন।

সুপ্রিম কোর্টে সেনা জওয়ান

ঢাকা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির মাঝেই নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হচ্ছে সে দেশের সুপ্রিম কোর্টে। শনিবার সকাল থেকেই বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে মোতায়েন হন সে দেশের সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা। আদালত চত্বরে মোতায়েন করা হয় পুলিশ এবং র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র্যাব)-এর কর্মীদের। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেনা জওয়ানদের। প্রশাসনের দাবি, সে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সুপ্রিম কোর্ট এবং আশপাশের চত্বরে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়।

এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

বিলোনিয়া, ৮ ফেব্রুয়ারিঃ নিজের বাড়ির বসতঘর থেকে এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার বাঁশপাড়া কলোনি এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান দশ পনের দিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যাক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম বিপ্লব পোদ্দার। বয়স সাতান্ন বছর। তবে কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় সাতান্ন বছর বয়সী বিপ্লবের।

ঘটনায় খবর পেয়ে পৌঁছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলোনিয়া হাসপাতালে। বিপ্লব পোদ্দার একাই বাড়িতে থাকতেন। ঘরের দরজা বন্ধ। শনিবার দুপুরে দুর্গন্ধ পেয়ে এলাকার কিছু লোক বাড়িতে ঢুকে দরজার সামনে যেতেই আরো তীব্র দুগন্ধ পায়।

Name Change

I, Tara Devi Surana, declare that my husband said name Late Dalam Chand (old name), residing at 227/2, A.J.C Bose Road, L.R. Sarani S.O, Dist.- Kolkata, Pin- 700020, West Bengal, India, have changed my husband name and he shall henceforth be known as Late Dalam chand surana (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 07/02/2025. Late Dalam chand surana (new name) and Late Dalam Chand (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Seema Agarwal (Old Name) wife of Pradip Kumar Agrawal, residing at Ideal Grand, Block-D, 7F, 456 Grand Trunk Road, Howrah- 711102, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Seema Agrawal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. Seema Agrawal (New Name) and Seema Agarwal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Miraj S/O Md Janif (my and my father old name), R/O 32A, Tollygunge Circular Road, Kolkata- 700053, W.B, INDIA, have changed my and my father name and we shall henceforth be known as Md Meraj S/O Mohammad Janib (my and my father new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. That Md Meraj and Md Miraj both are same and identical person. That Mohammad Janib and Md Janif both are same and identical person.

Name Change

I, Suna Hansda (Old Name) son of Krishna Hansda, residing at Vill.- Dakshindiha, P.O.- Junbalda, West Medinipur, Pin- 721133, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanatan Hansda (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. Sanatan Hansda (New Name) and Suna Hansda (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sijy Parakattil Varkey D/o Late Ouseph Varkey Parakattil R/o Vianney Home 9/3 Middleton row Kolkata 700071 in my passport (being no. K6662739) my name has been wrongly recorded as sijy parakattil varkey instead of my actual name Sijy Parakattil & surname Varkey as mentioned in my Aadhaar Card. That Sijy Parakattil Varkey and name Sijy Parakattil surname- Varkey both are same and one identical person i.e., myself vide affidavit dated 06.02.25 before Notary Public at Kolkata.

নাম পরিবর্তন

আমি Rana Mondal (পুরাতন নাম) পিতা- Nagen Mondal (পুরাতন নাম) ঠিকানা Vill.- Maheshchandrapur, P.O.- Hingnara, P.S.-Chakldaha, Dist.- Nadia, W.B., Pin-741223 মাননীয় ACJM-II ১ম শ্রেণী কোর্ট, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ Dated 31-08-2024 এর Affidavit no. 87 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rana Mandal (নতুন নাম) এবং আমার পিতার নাম Nagen Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rana Mandal S/o Nagen Mandal (নতুন নাম) ও Rana Mondal S/o Nagen Mondal (পুরাতন নাম) উভয়ই একই ব্যক্তি।

NOTICE

I MEHERUNISA BIBI, MOTHER OF NO 15749144L RANK SIGMAN NAME SK AMIRUL OF UNIT 25 IDSP C/O 56 APO R/0 VILLAGE KALYAN PUR PO.BHROMORKOLE PS, SAINTHIA. TEHSIL, SURI DISTRICE, BIRBHUM, STATE, WEST BENGAL PIN, 731201 DO HERE DECLARE THAT MY NAME HAS BEEN WRONGLY WRITTEN IN MY SON'S SERVICE RECORD AS MEHERUN-NISA BIBI INSTEAD OF MY CORRECT NAME IS MEHERUNISA BIBI, AS MY AADHAR CARD ANS PAN CARD CARRIES THE CORRECT NAME I.C. MEHERUNISA BIBI. OBJECTION IF ANY MAY BE CONVEYED TO THE CONCERNED AUTHORITY WITHIN SEVEN DAYS,

Name Change

I, Jaya Rani Posaw (Old Name) wife of Thiri Posaw, residing at 5A Nabakailash 55/4 Ballygunge, Circular Road, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jaya Posaw (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. Jaya Posaw (New Name) and Jaya Rani Posaw (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Amiya Kumar Pal (old name) S/O Gangadhar Pal, residing at VILL- Rajhati, P.O.- Rajhati Bandar, P.S- KHANAKUL, Hooghly Rural, 712417, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Amiya Pal and (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2025. Amiya Pal (new name) and Amiya Kumar Pal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Faisur Nessa (old name) W/O Shamsul Haque, residing at 1/2C, Ekbalpore Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Faizun Nessa (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2025. Faizun Nessa (new name) and Faisur Nessa (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Alisa Biswas, D/o. Ansar Ali Biswas, aged about 20 years, by faith-Muslim, by profession - Student, residing at Vill. Ichhapur, P.O.- Ichhapur, P.S.- Chapra, Dist. Nadia, PIN-741164, West Bengal, do here by solemnly affirm and declare as follows:That my father's actual name is Ansar Ali Biswas which is recorded in my PAN Card being No. ICWPB7463J, H.S. Admit Card being Regd. No. 4202180777 and Birth Certificate being Regd. No. 10369, dated 10.09.2004. That my father's name has been recorded in my Certificate for Other Backward Classes being No. WB10040BC2021019516, dated-20.12.2021, issued by Sub-Divisional Officer, Nadia (Sadar) and in my father's Aadhar Card being No. 2349 2926 8936 as Ancher Ali Biswas instead of Ansar Ali Biswas. That Ansar Ali Biswas and Ancher Ali Biswas is one and same identical person by an Judicial Magistrate (1st class) affidavit

Name Change

I, Sk Hasibul Rahoman (old name) S/O Late Fazlur Rahaman, residing at Vill- Jayrampur, P.O.- Pirpur, P.S.- Uluberia, Dist-Howrah, Pin-711303, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sk Hasibul Rahaman (new name) as declared before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Uluberia, Howrah on 30/01/2025. Sk Hasibul Rahaman (new name) and Sk Hasibul Rahoman (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Momanur Rahaman (old name) S/O Abul Hosain, residing at Vill-Kulipukur, Khaddhar, P.O. & P.S.- Pandua, Dist- Hooghly, Pin- 712149, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sk Momenur Rahaman (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2025. Sk Momenur Rahaman (new name) and Momanur Rahaman (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Zulekha Bibi (old name) W/O Rahamat Ali Molla, residing at Z3-522/1, Mistry Ghat Road, Badartala, S.O., Badartala P.S.- Nadial, Kolkata - 700044, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Zulekha Khatoon (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2025. Zulekha Khatoon (new name) and Zulekha Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Yousuf (old name) S/O Late Md Moosa, residing at 58, Taltala Lane,P.O.- Park Street,P.S. - Taltala,Kolkata-700016, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Yousuf (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2025. Mohammed Yousuf (new name) and Md Yousuf (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, ABDUR RAUP LASKAR, SON OF JAMAT ALI LASKAR, RESIDING AT PARGANTI DEULI,PS - JIBANTALA, SOUTH 24 PARGANAS - 743502, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUR ROUP LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT NO 18 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2025. THAT ABDUR RAUP LASKAR AND ABDUR ROUP LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,JINAT BIBI,WIFE OF JAMAT ALI LASKAR,RESIDING AT PARGANTI DEULI,PS - JIBANTALA, SOUTH 24 PARGANAS - 743502,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JENNATUNNECHA LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT NO 18 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2025.THAT JINAT BIBI AND JENNATUNNECHA LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,KHADIZA BIBI,WIFE OF ABDUR ROUP LASKAR, RESIDING AT PARGANTI DEULI, PS - JIBANTALA, SOUTH 24 PARGANAS - 743502, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHADIJA LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT NO 19 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/02/2025. THAT KHADIZA BIBI AND KHADIJA LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SHYAMALI SAHA W/O SWAPAN SAHA MY SON'S NAME HAS BEEN RECORDED IN HIS AADHAAR CARD AS SHUBHAJIT SAHA AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 4/2/2025 MY SON SHUBHAJIT SAHH AND SHIBA SAHA IS SAME PERSON. MY SON'S ORIGINAL NAME IS SHIBA SAHA R/O BHAGAT SINGH ROAD, PO SAKTINAGAR DIST-NADIA.

শীতেও ডেঙ্গির চোখরাঙানি! কলকাতা থেকে জেলায় জেলায় লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ তাপমাত্রা ওঠানামা করছে, ১৬ থেকে ১৭ ডিগ্রির মধ্যেই ঘোরা ফেরা করছে। এরই মাঝে চেনা ছককে ফাঁকি দিয়ে, আবার চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, রাজ্যের ১৬ টি জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। সব মিলিয়ে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত এর সংখ্যা ২৬২ জন। ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে তালিকার সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত মুর্শিদাবাদে। জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি ৩৪ জন, বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ৫ জন। এর আগেই রয়েছে হাওড়া। সেখানে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৩২ জন। যার মধ্যে ২৮ জন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪ জন। হুগলিতে ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২৮ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ২৬ জন ভর্তি। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জন। দুই পরগণাতেও বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ২৩ জন। যার মধ্যে ২০ জন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩ জন। দক্ষিণ ২৪ পরগণের ডেঙ্গি আক্রান্ত ২১ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৮ জন । বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩ জন। এখনও অবধি কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ২০ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৪ জন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬ জন। মালদায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৯ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৪ জন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ জন। পূর্ব বর্ধমানে ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৪ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৩ জন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১ জন। পশ্চিম বর্ধমানে ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৪ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১ জন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১৩ জন। বাঁকুড়া তে ডেঙ্গি আক্রান্ত ১০ জন। এই ১০ জনই সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর ডেঙ্গি আক্রান্ত ১০ জন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮ জন। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জন। ডায়মন্ড হারবারে আক্রান্ত ১০ জন। সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮ জন । বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২ জন। নদীয়াতে ডেঙ্গি আক্রান্ত ৯ জন। সরকারী হাসপাতালে চিকিসাধীন ৮ জন । বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১ জন। পশ্চিম মেদিনীপুরে ডেঙ্গি আক্রান্ত ৮ জন। সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৭ জন । বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১ জন। ঝাড়গ্রামে ডেঙ্গি আক্রান্ত ৪ জন। এই ৪ জন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নন্দীগ্রামে স্বাস্থ্য জেলাতে ১ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে,তবে কি ডেঙ্গির রোগ সৃষ্টিকারী মশা এডিস ইজিপটাই এর মিউটেশন হল, মিউটেশন হল ডেঙ্গির। বাড়ছে চিন্তা।

পৃথক দুটি ঘটনায় ৬ জন গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পৃথক দুটি ঘটনায় মোট ৬ জন গ্রেপ্তার, ধৃতদের সকলকেই শনিবার পাঠানো হলো কালনা মহকুমা আদালতে। জানা গেছে প্রথমটি পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মিসবাপুর এলাকায় বাড়ির উপর দিয়ে ছাগল যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি মারপিটের ঘটনায় গ্রেপ্তার পাঁচ। ধৃতরা হলেন জাভেদ রহমান শেখ, নুরুদ্দিন শেখ, কালো শেখ, সামির উদ্দিন শেখ, ছামু শেখ। ধৃতদের সকলকেই কালনা আদালতে পাঠানো হয়। সায়রা বানু বিবি তিনি গতকাল পূর্বস্থলী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তার স্বামী আজিজুল শেখ কালনা হাসপাতালে ভর্তি। পাশাপাশি পূর্বস্থলী থানা এলাকার এক নাবালিকাকে কিডন্যাপিং এর অভিযোগে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ নদীয়ার চাপড়া থেকে মোজাম্মেল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে শনিবার কালনা আদালতে পাঠায় ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে গত এক সপ্তাহ আগে পরিবারের তরফে পূর্বস্থলী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় কিডন্যাপিং-এর।

মৎস্য জীবিদের জীবিকা নির্বাহের সমস্যা, ধরতে পারছে না নদীর জলের মাছ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ নদী দূষণের কারণে মৎস্যজীবীদের পেশা এখন সংকটে । মিলছে না বড় আকৃতির মাছ। বর্তমানে শীত কমে গরমের দিকে এগোচ্ছে দিন । আর এই সময়েই মৎস্যজীবীদের বেশ কিছু অংশ করলা নদীর তে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। নদীর চারিপাশে ঝোপ জঙ্গল ভরে মাছ আটকায়। তবে কয়েক বছর থেকেই করলা নদীর বেশ কিছু জায়গা সংরক্ষিত করা হয়েছে । মৎস্য দপ্তরের তরফে ধরতে দেয় না কোন মাছ। ফলে মৎস্যজীবীদের যারা এই পেশার সাথে যুক্ত তাদের পেশা এখন সংকটের মধ্যে রয়েছে। কারণ তাদের বাপ ঠাকুরদার দেখানো পথ দিয়েই দীর্ঘ বছর থেকেই নদীর মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতো। কিন্তু এখন হয়েছে বাঁধা। সব জায়গায় নদীর বুকে ধরতে দেওয়া হয় না মাছ। কিছু কিছু জায়গায় মাছ ধরলেও পাওয়া যায় না মাছ বলে মৎস্যজীবীরা জানান। এখন আর জ্যাকা মাছ বা দারকা, খোলসা সহ অন্যান্য মাছ পাওয়া যায় না। শুধু পুঁটি মৃগেল সোলসহ অন্যান্য মাছ পাওয়া যায়। তবে করলা নদীর বুক থেকে এই প্রাচীন মাছগুলো কেন এখন উধাও হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে জানা যায় করলা বুকে বেড়েছে দূষণ। এর ফলে মাছের প্রজনন ক্ষমতা ও হারাচ্ছে ফলে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অনেক প্রাচীন মাছও।

কল্যাণীর বাজি কারখানার মালিক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছিলেন কল্যাণীর বাজি কারখানার মালিক খোকন বিশ্বাস। কিন্তু তিনি হাসপাতালে না গিয়ে পালিয়েছিলেন! অবশেষে ৭ ঘণ্টা পর তাঁকে ধরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরেই খোকেনের সন্ধান পায় তাঁরা। পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে ওই দোকানে আতসবাজি বিক্রির অনুমতি ছিল ঠিকই। কিন্তু দোকানের আড়ালেই অবৈধভাবে বাজির কারখানা চলত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার দায় গিয়ে পড়ে খোকনের ওপর। কিন্তু বিস্ফোরণের পরই সে 'গায়েব' হয়ে যায়। বার বার তাঁর মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বদলাচ্ছিল। সূত্রের খবর, শেষে নিজের ফোন বন্ধও করে দেন খোকেন। তবে শেষরক্ষা হয়নি। এক সঙ্গীর মাধ্যমেই তাঁর হদিস পায় পুলিশ। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের আশপাশের একটি এলাকা থেকে রাতেই গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। এই ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছে নবান্ন। শুক্রবার দুপুরে রথতলায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের নাম বাসন্তী চৌধুরী, অঞ্জলি বিশ্বাস, রুমা সোনার এবং দুর্গা সাহা। এক মহিলা গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর নাম উজ্জ্বলা ভুঁইয়া।

বাংলাদেশী নাগরিকের অভিযোগ ওঠা তৃণমূল প্রধানের জাল শংসাপত্র বাতিল হওয়ার পর হাইকোর্টের নির্দেশে এবার শোকজ নোটিশ দিলেন মহকুমা শাসক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশী নাগরিকের অভিযোগ ওঠা তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের জাল ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হতেই হাইকোর্টের নির্দেশে এবার তৃণমূলের প্রধান কে শোকজ নোটিশ পাঠালেন মহকুমা শাসক। কেন তিনি প্রধান পদে থাকবেন? তার নির্দিষ্ট জবাব দিতে হবে সাতদিনের মধ্যে। কার্যত তৃণমূল প্রধানের প্রধান পদ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু। এদিকে এই ঘটনা সামনে আসতেই দায় ঝেড়ে ফেলছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল প্রধানের গ্রেফতারি সিবিআই তদন্ত সহ তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণে বিরোধীরা। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাভলী খাতুন। যিনি কংগ্রেসের প্রতীকে জয়লাভ করে সুযোগ বুঝে দল বদল করে তৃণমূলের সমর্থনে প্রধান হন। তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যাওয়া তৃণমূল প্রার্থী রেহেনা সুলতানা সহ আরো কয়েকজন হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন তিনি বাংলাদেশের

নাগরিক এই অভিযোগে। তাদের অভিযোগ ছিল জাল নথিপত্র দিয়ে ওবিসি শংসাপত্র জাল করেছেন লাভলী খাতুন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানির পর চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জাল ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে অভিযোগে দুইবার শুনানি করেন। সেই শুনানির ভিত্তিতে প্রমাণ হয় লাভলী খাতুন ভুয়ো ভাবে সাক্ষী এবং বাবা ব্যবহার করে এই শংসাপত্র বের করে ছিলেন। মহকুমা শাসক শংসাপত্র বাতিল করেন। পুনরায় হাইকোর্টে শুনানির পর হাইকোর্টের নির্দেশে মহকুমা শাসক এবার শোকজ নোটিশ দিয়েছেন লাভলী খাতুনকে। সাত দিনের সময়ে জবাব দেওয়ার পর ফের শুনানি হবে। তারপর রিপোর্ট অনুযায়ী রায় দেবে হাইকোর্ট। অন্যদিকে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুন্ডুর দাবি কংগ্রেসের প্রতীকে যিনি জিতে ছিলেন তিনি তৃণমূলের কেউ নন। প্রশাসন কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে। পাল্টা জেলা বিজেপির কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার অভিযোগ দুই বছর সমর্থন করার পর এখন দায় ঝাড়লে চলবে না। সিবিআই তদন্ত হলে সব স্পষ্ট হবে। সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের দাবি সব হয়েছে তৃণমূলের মদতে পরিকল্পনায়। দ্রুত গ্রেপ্তার হওয়া উচিত। কংগ্রেস নেতা আব্দুস শোবানের দাবি কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার আগেই তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে আতাত ছিল। তৃণমূল নেতাদের মদতে ওবিসি সার্টিফিকেট তৈরি করেছে। শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। গোটা ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে বাঁকুড়ায় উল্লাস

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জয়ে উচ্ছ্বসিত বাঁকুড়ার বিজেপি শিবির। এদিন দুপুরে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে উল্লাসে মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল ও বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা সকল কর্মী ও সমর্থকদের অভিনন্দন জানান। কার্যালয়ের সামনেই শুরু হয় আবির খেলা, বাজি ফাটানো। পরে সেখান থেকে মিছিল করে স্টেশন মোড়ে পৌঁছান সবাই। সেখানে চলে মিষ্টিমুখ। এদিন সকাল থেকে ভোট গণনার শুরুতেই বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে দিল্লিতে এএপি-কে বিদায় জানিয়ে বাজিমাত করেছে বিজেপি। তারপরই বাঁকুড়ায় শুরু হয় উৎসবের আমেজ। বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত এএপি-কে বিদায় করেছে দিল্লিবাসী। তাদের অভিনন্দন জানাই। দিল্লি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে যে আগামী দিনে দেশজুড়ে বিজেপির জয়জয়কার অনিবার্য। তিনি আরও বলেন, এই জয় নরেন্দ্র মোদীর জয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর জয়।

শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির তরফে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পুষ্পমেলা ২০২৫

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির তরফে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৪১ তম পুষ্পমেলা ২০২৫। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই পুষ্পমেলা। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সে কথাই জানান হর্টিকালচার সোসাইটির সদস্যরা। তারা জানান, আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৪১ তম পুষ্পমেলা ২০২৫। প্রত্যেকবারের মতো এবারও একাধিক ফুলের সমাহার এই মেলায় দেখা যাবে। পাশাপাশি থাকতে ফল, সবজিরও প্রদর্শনী। পাহাড় তথা সমতল সর্বত্র থেকেই ফুল ব্যবসায়ীরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানান উদ্যোক্তারা। এছাড়াও এইদিন সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে শিলিগুড়ির বুকে ফুল বাজার হওয়ার প্রয়োজন বলে দু ঃখ প্রকাশ করে হর্টিকালচার সোসাইটি সদস্যরা।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে বরাদ্দ ১০ কোটি

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের জন্য পাঁচটি স্লুইস গেট তৈরীর লক্ষ্যে সাড়ে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই জন্য ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরের তরফে দরপত্র ডাকার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে। চেতুয়া সার্কিট এলাকার দাসপুরের রানিচক, কুমার চক, কৈজুরী, জোতকানুরামগড় এবং ঘাটালের কাটান এলাকায় এই স্লুইজ গেট গুলি তৈরি করা হবে। পাশাপাশি প্রকল্পের অধীনে দুটি পাম্প হাউস তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত করার পরে দরপত্র ডাকার কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এর আগে চলতি মাসে আরো একবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে।

Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: 24-PS/Ch-I/2024-25 dt: 7.2.2025.
E-Tender ID: **2025_ZPHD_812996_1 to 2025_ZPHD_812996_4**
NIT No: **25-PS/Ch-I/2024-25 dt:7.2.2025**
E-Tender ID: 2025_ZPHD_813028_1 to 2025_ZPHD_813028_10. For details Pl. contact Office of the Executive Officer, Chanditala-I Panchayat Samity, Mashat, Hooghly.
Visit: **https://wbtenders.gov.in**
Executive Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
Mashat, Hooghly

বাজেট বিল পেপার পুড়িয়ে আন্দোলনে সিআইটিইউ এবং ১২জুলাই কমিটি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাজেট বিল এর বিরুদ্ধে বাজেট বিল পেপার পুড়িয়ে আন্দোলনে সিআইটিইউ এবং ১২ জুলাই কমিটি। উল্লেখ্য গত ১ ফেব্রুয়ারি নতুন বাজেট বিল প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের বাজেট রয়েছে তবে সেখানে শিল্পায়নের সাধারণ মানুষের সহ বিভিন্ন বিষয়ের কথা নেই সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাজেট বিলের বিরুদ্ধে বাজেট বিল পেপার পুড়িয়ে যৌথভাবে আন্দোলনে নামলো কোচবিহার জেলা সিআইটিইউ এবং ১২ জুলাই কমিটি। শনিবার কোচবিহার জেলার সিআইটিইউ এবং ১২ জুলাই কমিটির সদস্যরা কোচবিহার শহরে একটি মিছিল বের করে এবং সেই মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলি পরিক্রমা করে কোচবিহার শহরের দাস ব্রাদার্স মোড়ে এসে শেষ করে এবং সেখানে একটি পথসভা করে তারা তাদের আন্দোলনের সামিল হয় সেখানে দেখা যায় সিআইটিইউ এবং ১২ জুলাই কমিটির সদস্যরা বাজেট বিল পেপার পোড়ায় এবং শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষাকারী বাজেটের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে সিআইটিইউ আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

উৎসব মুখর পরিবেশে মানবিক পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মহাশ্বেতা বন্দনায় যখন রাজ্যবাসী মেতে উঠেছিল, তখন গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গাজিপুর বীণাপানি ক্লাব উৎসব মুখর পরিবেশে ৫ দিন ব্যাপী মহাশ্বেতা বন্দনা -র পাশাপাশি মানবিক পরিষেবায় ব্রতী হয়েছিল। প্রতি বছর গাজিপুর বীণাপানি ক্লাব পূজা মন্ডপ বিভিন্ন থিম - কে কেন্দ্র করে জনসমক্ষে তুলে ধরে। এবারের থিম ছিল আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। এই থিম -যে হারিয়ে যাওয়া দিনের বিভিন্ন দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ড্যাংগুলি খেলা, গাছে উঠে পুকুর - নদীতে ঝাঁপ দেওয়া, পান বরোজ, সুপারি পাতায় বসিয়ে গাড়ি গাড়ি খেলা, গুলি খেলা, ঢেঁকি তে ধান ভাঙ্গা - চাল কোটা, লুকোচুরি খেলা, ঘর সংসার, ডেগেল খেলা, পিঠে - সাইড ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাওয়া, হ্যারিকেনের আলোয় পড়ালেখা করা ইত্যাদি। এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকেরা পুরানা দিনের নানান কথা রোমন্থন করে। ৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় প্রতিযোগিতা ছিল উইকেটে বল ছোঁড়া, এক শটে গোলে বল মারা, হাঁড়ি ভাঙা, আবৃত্তি, ক্যুইজ, বসে আঁকো, সংগীত, নৃত্য। যেমন খুশি সাজো, বাতি প্রজ্জ্বলন, শঙ্খবাদন, বসে মিউজিক্যাল চেয়ার। ছিল চিত্র কর্মশালা। শ্রুতি নাটক ' অভাগীর স্বর্গ , নৃত্য প্রদর্শনী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র -ছাত্রীদের সম্বর্ধনা । এর পাশাপাশি ছিল সমাজসেবা মূলক রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির। সমাজসেবা মূলক শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রসেনজিত বক্সি, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কাঞ্চনরায় কাঞ্জিলাল, আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বীনা পোড়েল, উৎসব কমিটির সহ সভাপতি তপন বাকুলী, উৎসব কমিটির সহ সভাপতি উদয় কাঁড়ার, ক্লাব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিকাশ পাল ও রাজকুমার কাঁড়ার, এবং ক্লাব কমিটির প্রধান উপদেষ্টা তাপস বাকুলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হাওড়া হসপিটাল ব্লাড ব্যাংক এর চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের সহায়তায় ২০ জন মহিলা সহ ৬০ জন রক্তদান করে পশ্চিমবঙ্গের রক্তদান আন্দোলনের শরীক হলেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে ২০০ জন মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে ১২০ জন চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ করান। যে সমস্ত রোগীদের চশমা নেওয়ার প্রয়োজন তাদের গাজিপুর বীণাপানি ক্লাব এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চশমা এবং যাদের ছানি অপারেশন এর প্রয়োজন ক্লাবের পক্ষ থেকে তাদের ক্লাবের দায়িত্বে বিনামূল্যে অপারেশন সহ চশমা ও লেন্স দেওয়া হবে বলে জানালেন ক্লাব কমিটির প্রধান উপদেষ্টা তাপস বাকুলী। এলাকার অসহায় দুঃস্থ মানুষেরা গাজিপুর বীণাপানি ক্লাব এর এই মানবিক কাজ প্রসঙ্গে বলেন, তাপস বাকুলী 'গরীবের বাবা' । ওনার কাছে যখনই কোন দু ঃস্থ মানুষ কোনো সমস্যা নিয়ে যান ওনি ঠান্ডা মাথায় তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে সমস্যার সমাধান করেন। দুঃস্থ -অসহায় ব্যক্তিদের আত্মীয়ের মৃত্যুতে দাহ কাজে, পারলৌকিক কাজে, কন্যাদায় গ্রস্থ পিতার কন্যার বিবাহে, দু ঃস্থ ছাত্র - ছাত্রীদের পড়াশোনায়, দু ঃস্থদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। ওনার কাছে কেহ কোনো প্রয়োজনে গেলে ওনি তাদের বিমুখ করেন না। যথাসাধ্য সাহায্য - সহযোগিতা করে থাকেন।

রাজ্যে পরিবহন ক্ষেত্রে দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েছে

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে পরিবহন ক্ষেত্রে দেড় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েছে। চারটি সংস্থা এই জন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে পরিবহন সংস্থা বাই গো ৩৭৫ কোটি, অন্তরা ক্রুজ ৮০০ কোটি, হেরিটেজ ক্যাব ২৫০ কোটি এবং র‍্যাপিডো দেড়শো কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে প্রস্তাব দিয়েছে। অন্তরা ক্রুজ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই অর্থ বিনিয়োগ করে কলকাতা শিপ ইয়ার্ডে মূলত দেশীয় পদ্ধতিতে জাহাজ নির্মাণ করবে। অন্যদিকে অ্যাপ নির্ভর বাইক পরিষেবা দেওয়া সংস্থা বাই গো ইলেক্ট্রিক আগামী বছরের মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। রাপিডো ২০২৮ সালের মধ্যে তাদের প্রস্তাবিত দেড়শো কোটি টাকা লগ্নি করবে।

বকুনি বাবার! অভিমানে অ্যাসিড খেয়ে জীবন শেষ করল মেয়ে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পড়াশোনাতে মনযোগ না দেওয়ায় বকাবকি করে বাবা। অভিমানে অ্যাসিড খেয়ে আত্মঘাতী দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আত্মঘাতী ছাত্রীর নাম মনীষা ঘোষ(১৫)। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার জামদহে। মনীষা জামালপুরের চক্ষণজাদি হাইস্কুলে দশম শ্রেণী ছাত্রী। শুক্রবার রাতে বাবা পড়াশুনা নিয়ে বকাবকি করে। শনিবার সকালে বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে অভিমানে বোতল পরিষ্কার করার অ্যাসিড খেয়ে নেয়। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার ঋজু করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পুলিস মর্গে।

লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার গাজোলে জাতীয় সড়কের ধারে পাচার হচ্ছিল লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার। গোপন সূত্রের খবর এর মাধ্যমে গাজোল থানার পুলিশ অভিযান চালায় গাজোলের কোদূবারী মোড় এলাকায় ৩৪ নং জাতীয় সড়কে। সন্দেহজনকভাবে বিহারের একটি গাড়িকে চিহ্নিত করে সেই গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো শুরু করে পুলিশ। পুলিশি অভিযানে আসে বড়সড় সাফল্য। সন্দেহজনকভাবে আটক করা গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৫১৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। যার মধ্যে রয়েছে একজন নাবালক। ধৃত দুজনের নাম রাহুল কুমার বয়স ২৫ ও ছোট্টু কুমার বয়স ১৫ বছর। ধৃত দুজনের বাড়ি বিহারের তেত্রী এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ মাদক গুলি মালদা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি বাজারের কাজে ব্যবহৃত গাড়িটিকেও আটক করে পুলিশ।

মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার লাইফলাইন'-এ গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। টানেলের ভিতরে বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। মহানায়ক উত্তম কুমার এবং নেতাজি মেট্রো স্টেশনে ০৭.০২.২০২৫ তারিখে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণে, স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে কীভাবে আগুন নেভাতে হয় .সে সম্পর্কে মেট্রো কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্র্যাফিক, বৈদ্যুতিক, আরপিএফ এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে যাতে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে, উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

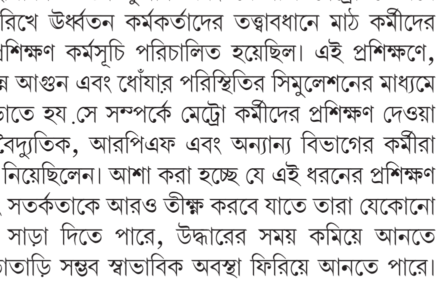

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড
রেজি. অফিস ঃ কেবিন নং. ৬ ও ৭, গ্র্যান্ট লেন ৩য় তল, গনপতি চেম্বার, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট এড.ঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদার পূর্ব, মুম্বই- ৪০০০১৪
CIN : L70101WB1982PLC034928 | admin@vira.in | +91 022 49696464
৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি
(প্রতি শেয়ারের ইকুইটি তথ্য এবং অনুপাত ব্যতীত লক্ষ, লক্ষ টাকায় পরিমাণ)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ, ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় *	০.০০০	০.০০০	৭.৫০০	২২.৫০০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.০০৫)	(০.৬৯৩)	৩.৯৯২	৭.৪৪৩
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.০০৫)	(০.৬৯৩)	৩.৯৯২	৭.৪৪৩
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে)	(২.০০৫)	(০.৬৯৩)	৩.৯৯২	৬.০২৭
৫.	সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(২.০০৫)	(০.৬৯৩)	৩.৯৯২	৬.০২৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২৪৬.৮৭৫	১২৪৬.৮৭৫	১২৪৬.৮৭৫	১২৪৬.৮৭৫
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো				৮৮১.৪৯৪
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা মুখমূল্য) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)				
	মূল	(০.০১৬)	(০.০০৬)	০.০৩২	০.০৪৮
	মিশ্র	(০.০১৬)	(০.০০৬)	০.০৩২	০.০৪৮

* কারবার থেকে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত নয়।
বিঃদ্র ঃ
১. উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট www.cse. india.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.nihalindia.com এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
৩. SEBI (তালিকাভুক্তি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় অডিট / সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
প্রতীক জয়েশ বীর
সর্বক্ষণের পরিচালক
ডিআইএনঃ০০০৩৯৯৭৮

তারিখঃ ০৭।০২।২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

TIRRIHANNAH COMPANY LIMITED
CIN No : L6599WB1908PLC1838
Regd. Office : 5, Kiran Shankar Roy Road, Kolkata-700 001
Tel: (+91-033) 22487093 Email ID:tirrihanna.co @gmail.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2024
(RS IN RUPEES)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	316.91	266.58	407.89	879.73	1151.06	1306.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	47.98	-49.58	98.37	-116.56	132.19	-234.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	47.98	-49.58	98.37	-116.56	132.19	-234.22
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	47.98	-49.58	98.37	-116.56	132.19	-234.22
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	47.98	-49.58	98.37	-116.56	132.19	-234.22
6	Equity Share Capital	318.69	318.69	318.69	318.69	318.69	318.69
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	1.51	-1.56	3.09	-3.66	4.15	-7.35

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended December 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on February 8, 2025.

Place : Kolkata
Dated : 08.02.2025

For and on behalf of the Board of Directors
UMESH KANKANI
Whole Time Director
(DIN - 00652561)

কনমেবল অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ

৭ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতল উরুগুয়ের বিরুদ্ধে

লুকো, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা রোমাঞ্চকর ম্যাচটি জিতে কনমেবল অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের

পথে পা বাড়ালো। গ্রুপ পর্বে তারা তুলে নিলো টানা দ্বিতীয় জয়। দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শনিবার রোমাঞ্চকর ম্যাচে উরুগুয়েকে ৪-৩ এ হারাল মেসির উত্তরসূরীরা। শুরু থেকে আর্জেন্টিনার আধিপত্য ছিল। প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে প্রথম গোলটি পায় আর্জেন্টিনা। বক্সে ঢুকে এচেভেরি উরুগুয়ের দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বল জড়ান জালে। ১০ মিনিট পর এচেভেরি আবারও গোল করেন ক্যারিজোর পাস দখলে নিয়ে পেনাল্টি এরিয়া থেকে। ২-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে ফিরে ফের দাপট আলবিসেলেস্তেদের। ৫২ মিনিটে দলকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন আগের দুই গোলে আসিস্ট করা ক্যারিজো। প্রতিপক্ষের ৩ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে গোল করেন এই তরুণ স্ট্রাইকার। ৬০ মিনিটে একটি গোল শোধ করে উরুগুয়ের হোয়াকিন লাভেগা। কিন্তু ৮ মিনিট পর আবারও উরুগুয়েকে ক্যারিজো গোল দেন আক্রমণে উঠে আসা এচেভেরি পাস থেকে বল পেয়ে। ৬৯ মিনিটের মধ্যে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে একপ্রকার জয় নিশ্চিত করে ফেলে আর্জেন্টিনা। তবে লড়াইটা জমে উঠে এরপরই। ৭৫তম মিনিটে আগাজির ক্রস গোলমুখে পেয়ে বল জালে জড়ান লাভেগা। ১১ মিনিট পর কোর্দেরোর পাস বক্সে বল পেয়ে আর্জেন্টাইন গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে জালে বল পাঠান পিকার্দো। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের তখনও ৪ মিনিট বাকি। তাতে কিছুটা চাপে পড়ে যায় মেসির উত্তরসূরীরা। তবে শেষ কয়েক মিনিটে আর কোনও চমক দেখাতে পারেননি উরুগুয়ে। তাতে ৪-৩ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বের লড়াই শেষে শিরোপার জন্য উরুগুয়ে, চিলি, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল পর্বে লড়ছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এ পর্বে প্রতিটি দল একে অপরের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। টুর্নামেন্টের নিয়মানুযায়ী, পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ থাকা দল হবে চ্যাম্পিয়ন।

এফএ কাপঃ ম্যানইউ হারাল লেস্টার সিটিকে

মিউনিখ, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ এফ এ কাপের বিগ ম্যাচে লেস্টার সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে পঞ্চম রাউন্ডে উঠেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আর বুন্দেসলিগায় একই রাতে ওয়ের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে জয়ে শিরোপার পথে আরও এগিয়ে গেল বায়ার্ন মিউনিখ। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ম্যাচের ৪২ মিনিটে ববি ডে করডোভা রেইডের গোলে লিড নেয় লেস্টার সিটি। তবে, বিরতির পর ৬৮ মিনিটে সমতা ফেরান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জসুয়া জিরকজি। এরপর অতিরিক্ত সময়ের পথে থাকা ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পূর্ব মুহূর্তে আসে ইউনাইটেডের জয়। চমৎকার গোল করে হ্যারি ম্যাগুয়ের দলকে পঞ্চম রাউন্ডে তুলে দেন। আর দিনের অন্য ম্যাচে ওয়ের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখ জয় পেয়েছে ৩-০ গোলে। বাভারিয়ানদের জয়ের রাতে পেনাল্টি থেকে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেইন । এছাড়াও একটি গোল করেন লেরয় সানে।

রোহিত ফর্মে নেই বলেই সমস্যায় দল!

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যর্থতা যেন পেছন ছাড়ছে না রোহিত শর্মার। সব ফরম্যাট মিলিয়ে গত দশটি ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ এরকম- ২, ৩, ৯, ১০, ৩, ৬, ১৮, ১১, ০, ৪। ফলে তিনি যে কেরিয়ারের চূড়ান্ত অফ ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সেঞ্চুরি তো দূর অস্ত, গত বছর অক্টোবরের পর ৫০ রানের গণ্ডিও পেরতে পারেননি ভারত অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়া সফরে আবার প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়েও। ক্রিকেট মহলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, ড্রেসিংরুমেও নাকি হিটম্যানকে নিয়ে মনোমালিন্য ।

কনমেবল অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ঃ জয় পেল ব্রাজিল

প্যারাগুয়ে, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে শনিবার কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারাল ব্রাজিল। এর আগে প্রথম ম্যাচে উরুগুয়েকেও ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল নেইমারের উত্তরসূরীরা। তাতে টানা দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে তারা। গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েন্ট তুলে আর্জেন্টিনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ব্রাজিল। ম্যাচের ৬ মিনিটে কর্নার থেকে বল পেয়ে ইয়াগো সিলভা নিঁখুত হেডে দুরূহ কোণ থেকে কলম্বিয়ার গোলরক্ষককে হার মানান। এরপর সারা ম্যাচে বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল দুপক্ষই, কিন্তু কেউই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। শনিবার অন্য ম্যাচে উরুগুয়েকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। আর ব্রাজিল আজকে জয়ের ফলে তাদেরও পয়েন্ট দুই ম্যাচ ছয়। সুতরাং শিরোপার দৌড়ের লড়াইটা এখন জমে উঠেছে দুই দলের মধ্যে।

চীনে নবম এশিয়ান শীতকালীন গেমস উদ্বোধন

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হেইলংচিয়াং প্রদেশের হারবিন শহরে নবম এশিয়ান শীতকালীন গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় হারবিন ইঃটারন্যাশনাল কনফারেন্স, এক্সিবিশন অ্যান্ড স্পোর্টস সেন্টারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রুনাইয়ের সুলতান হাজি হাসানাল বোলকিয়াহ, কিরগিজস্তানের প্রেসিডেন্ট সাদির জাপারভ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতোংতার্ন সিনাওয়াত্রা, দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিষদের স্পিকার উ উন-শিক, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি থমাস বাখ এবং এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিলের সহ-সভাপতি টিমোথি ফক সান-তিং। ' স্বপ্ন ঃ এশিয়ার মধ্যে ভালোবাসা' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই গেমস ৭-১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এটি ১৯৯৬ সালের পর হারবিনে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ২০২২ বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিকের পর চীনে আয়োজিত প্রথম বড় আন্তর্জাতিক শীতকালীন ক্রীড়া ইভেন্ট। এবারের আসরে ৩৪টি দেশ ও অঞ্চলের ১,২৭৫ প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। তারা ১১টি শীতকালীন ক্রীড়া বিভাগের অধীনে ৬৪টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, যা এশিয়ান শীতকালীন গেমসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আসর হিসেবে রেকর্ড গ।তে চলেছে।

ত্রিদেশীয় সিরিজে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিদেশীয় সিরিজে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। শনিবার পাকিস্তানের লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ২৯ ওভারের খেলা শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান। ৪৬ রানে অপরাজিত থেকে দলকে এগিয়ে নিচ্ছেন ড্যারেল মিচেল। ওয়ানডে ফরম্যাটের এই ত্রিদেশীয় সিরিজে অংশ নিচ্ছে স্বাগতিক পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শুরু হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে অংশ নিয়ে টুর্নামেন্টের আগে নিজের প্রস্তুতি জোরদার করতে চায় পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

ইস্টবেঙ্গলকে চার গোল, মহামেডানকে দু'গোল, একই দিনে জোড়া ডার্বি জয় মোহনবাগানের

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা ময়দানে মোহনবাগান যেন অশ্বমেধের ঘোড়া।

একই দিনে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডানকে হারাল সবুজ-মেরুন শিবির। জোড়া ডার্বি জিতে সবুজ-মেরুন শিবির বুঝিয়ে দিল শুধু সিনিয়র দল নয়, বয়সভিত্তিক খেলাগুলিতেও মোহনবাগান অপ্রতিরোধ্য। শনিবার অনূর্ধ্ব-১৫ লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে চার গোল দিল মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন শিবির জিতেছে ৪-২ গোলে। কল্যাণীতে অনূর্ধ্ব-১৫ লিগে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। ওই ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছে রাজদীপ পাল। অপর গোলটি রোহিত বর্মনের। দু'টি গোল শোধ করে ইস্টবেঙ্গলের রোমিত দাস এবং শিশির সরকার। এই জয়ের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ এদিন এদিন মোহনবাগানের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার কম থাকায় অনূর্ধ্ব-১৩ দলের ৭ ফুটবলারকে নামাতে হয়েছিল। সব মিলিয়ে এই মরশুমে ডার্বি ভাগ্য দুর্দান্ত মোহনবাগানের। সব মিলিয়ে চলতি মরশুমে এই নিয়ে সাতবার ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হল মোহনবাগান। যার মধ্যে পাঁচটিই জিতেছে মোহনবাগান। দুটি ড্র। ইস্টবেঙ্গলের জয়ের সংখ্যা শূন্য। এ তো গেল অনূর্ধ্ব-১৫ ডার্বি। এদিন অনূর্ধ্ব-১৭ ড্রিম স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের ডার্বিও জিতেছে মোহনবাগান। তবে এক্ষেত্রে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষ ছিল মহামেডান। সাদা-কালো ব্রিগেডকে ২-১ গোলে হারিয়ে জাতীয় স্তরের ফাইনাল পর্বে উঠে পড়ল সবুজ-মেরুন শিবির। এর পর জাতীয় স্তরের রাউন্ডে পাঞ্জাব এফসি, চেন্নাইয়িন এফসি এবং রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ইয়ং চ্যাম্পসের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। ওই ম্যাচগুলি হবে গোয়ায়।

দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে চাই জগন্নাথের আশীর্বাদ, ই-অটোয় পুরীর মন্দিরে অক্ষর প্যাটেলরা!

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ টি-টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি হাতে তোলার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাগপুরে জয় দিয়ে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। রবিবার ওড়িশার বারাবতী স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডে। আর তার আগে জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ পেতে পুরীর মন্দিরে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। শুক্রবারই ভুবনেশ্বর পৌঁছে গিয়েছেন রোহিত শর্মারা। বিরাট-পন্থ-গিলদের দেখতে বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা। আর শনিবার সকালেই পুরীর শ্রীমন্দিরে পৌঁছে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অক্ষর প্যাটেল। বিসিসিআইয়ের নির্দেশে সিরিজ চলাকালীন যাতায়াতের জন্য টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে আলাদা করে গাড়ি পাবেন না ক্রিকেটাররা। তাই ট্যাক্সি নয়, জগন্নাথের আশীর্বাদ পেতে ই-অটোতেই সফর করলেন অক্ষররা। তারকাদের জন্য মঃিদরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুরী পুলিশ। জগন্নাথ দর্শন করে পুজো দেন ভারতীয় দলের তিন তারকা। মন্দির

কর্তৃপক্ষের তরফে আশীর্বাদস্বরূপ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পবিত্র ধ্বজা। মন্দির থেকে বেরিয়ে ওয়াশিংটন জানান, খুব ভালোভাবে দর্শন হয়েছে। সকলকে ধন্যবাদ। এদিন সন্ধেয় বারাবতী স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নামবেন রোহিত শর্মারা। হাঁটুতে চোটের জন্য গত ম্যাচে মাঠের বাইরে ছিলেন বিরাট কোহলি। তবে অনুরাগীদের স্বস্তি দিয়ে গিল জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ওয়ানডে-তে খেলবেন কোহলি। এদিন ভারত প্র্যাকটিসে নামলেও অবশ্য ইংল্যান্ড অনুশীলন করবে না বলেই খবর। ম্যাচের আগের সাংবাদিক বৈঠক থেকেও নিজেদের বিরত রাখছেন জো রুটরা।

আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি

২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচী

দুবাই, ৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুরু হবে ১৯ ফেব্রুয়ারি, করাচিতে উদ্বোধনী ম্যাচে

পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড। ভারত তাদের গ্রুপ পর্বের খেলাগুলো ২০ ফেব্রুয়ারি, ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চ খেলবে। সেমিফাইনাল ৪ ও ৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে, এরপর ৯ মার্চ ফাইনাল। ভারত যোগ্যতা অর্জন না করলে লাহোরে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, সেক্ষেত্রে এটি দুবাইতে অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত ম্যাচই হবে দিন-রাত্রির খেলা।

গ্রুপ বিন্যাসঃ গ্রুপ এঃ ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ। গ্রুপ বিঃ অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ২০২৫ সময়সূচী ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ড, করাচি। ২০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশ বনাম ভারত, দুবাই

২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আফগানিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, করাচি

২২ ফেব্রুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিযা. বনাম ইংল্যান্ড, লাহোর

২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তান বনাম ভারত, দুবাই

২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশ বনাম নিউজিল্যান্ড, রাওয়ালপিন্ডি

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, রাওয়ালপিন্ডি

২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আফগানিস্তান বনাম ইংল্যান্ড, লাহোর

২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশ, রাওয়ালপিন্ডি

২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আফগানিস্তান বনাম অস্ট্রেলিযা., লাহোর

১ মার্চঃ দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইংল্যান্ড, করাচি

২ মার্চঃ নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত, দুবাই

৪ মার্চ ঃ সেমিফাইনাল ১, দুবাই

৫ মার্চ ঃ সমিফাইনাল ২, লাহোর

৯ মার্চঃ ফাইনাল, লাহোর (যদি ভারত যোগ্যতা অর্জন করে, তখন এটি দুবাইতে খেলা হবে)

১০ মার্চ ঃ রিজার্ভ ডে

সঞ্জুর পাশে দাঁড়াতেই বিতর্ক! শ্রীসন্থকে শোকজ কেরল ক্রিকেট সংস্থা

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রসঙ্গ সঞ্জু স্যামসাংকে সমর্থন। আর তা ঘিরেই বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন এস শ্রীসন্থ এবং কেরল ক্রিকেট সংস্থা। 'বিষয়টা এত দূর গড়াল যে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের পেসারকে শোকজ নোটিস ধরায় কেসিএ! যা নিয়ে এবার পাল্টা আক্রমণ শানালেন শ্রীসন্থ। বিষয়টা ঠিক কী? আসলে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি সঞ্জু। ভালো পারফরম্যান্স সত্ত্বেও জাতীয় দলে বারবার ব্রাত্য তিনি। এমনকী বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে সঞ্জুকে বাদ দিয়েছিল কেরলও। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শ্রীসন্থ। কিন্তু ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের পাশে দাঁড়াতেই তোপ দাগে কেসিএ। তাদের দাবি, সঞ্জু নিয়ে সঠিক কথা বলছেন না শ্রীসন্থ। আর সেই কারণেই তাঁকে শোকজ নোটিস পাঠায় সংস্থা।

কেরল ক্রিকেট সংস্থার টি-২০ লিগে কোলাম সেলর্সের অন্যতম মালিক শ্রীসন্থ। ফলে কোনও ক্রিকেটারের হয়ে সরব হওয়া শ্রীসন্থের উচিত নয় বলে মত কেসিএ-র। তাদের বক্তব্য, গড়াপেটার অভিযোগে শ্রীসন্থ জেলে থাকাকালীন কেরল ক্রিকেট সংস্থা তাঁর পাশে ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখাও করতে গিয়েছিলাম আমরা। পরে আদালতের রায়ে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু কোনও ক্রিকেটারের হয়ে কথা বলা উচিত নয় শ্রীসন্থের। কেরল ক্রিকেট সংস্থা গড়াপেটার প্রসঙ্গ উসকে দিতেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। বলেন, ভিনরাজ্য থেকে ক্রিকেটার এনে খেলায় কেরল। এটা রাজ্যের ক্রিকেটারদের জন্য লজ্জার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার একমাত্র সঞ্জু। যারা জাতীয় দলের জার্সিতে খেলার স্বপ্ন দেখে, কেরল ক্রিকেটের বদান্যতায় তারা সঠিক সুযোগ পাচ্ছে না। এরপরই যোগ করেন, আমাকে অপমানজনক মন্তব্য করে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এদের জবাবদিহি করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শ্রীসন্থকে। তাঁকে সারা জীবনের জন্য ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করা হয়। পরে এই মামলায় কেরলের পেসারকে নির্দোষ বলে মুক্তি দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

মায়ের সামনে ৯২৪ তম গোল করে বিশেষ সম্মান পেলেন রোনাল্ডো

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রোনাল্ডো মাঠে নামলেই তৈরি হয় নতুন নতুন রেকর্ড। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। শুক্রবার রাতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মুকুটে জুড়ল নয়া পালক। ৪০ বছরে পা রেখে প্রথম গোল করলেন পর্তুগিজ তারকা। ছেলের কৃতিত্ব গ্যালারিতে বসে উপভোগ করলেন রোনাল্ডোর মা। সৌদি প্রো লিগে আল ফেইহাকে

৩-০ গোলে হারাল রোনাল্ডোর আল নাসের। ম্যাচের ২২ এবং ৭২ মিনিটে জোড়া গোল করে আল নাসেরকে এগিয়ে দেন জন ডুরান। আর ৭৪ মিনিটে সিআর সেভেনের গোল করে সমর্থকদের মন ভালো করে দেন। ৯২৪ তম গোলটি করে হাজার গোলের মাইলফলকের দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন তিনি। গত বুধবারই ৪০ বছরের জন্মদিন উদযাপন করেছেন রোনাল্ডো। আর তারপর এটাই তাঁর প্রথম গোল। কথায় বলে চল্লিশে চালশে। কিন্তু রোনাল্ডোর কাছে যে তা শুধুই সংখ্যা, সেটাই আরও একবার প্রমাণিত। এই বয়সে সাধারণত যখন খেলোয়াড়রা অবসর নিয়ে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ফেলেন, সেখানে হাজার গোলের ইতিহাস গড়ার দিকে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন পাঁচটি ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। শুক্রবারের রাতটা রোনাল্ডোর কাছে আরও স্মরণীয় হয়ে রইল তাঁর মা ডোলোর্স অ্যাভেইরোর উপস্থিতির জন্য। ছেলে গোল দিতেই গ্যালারিতে আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন তিনি। তবে তার আগে খেলার ঠিক ৪০ মিনিটের মাথায় রোনাল্ডোকে জানানো হয় বিশেষ সম্মান। চল্লিশের সিআর সেভেনের জন্য দাঁড়িয়ে হাততালি দেয় গোটা স্টেডিয়াম। গ্যালারির দিকে হাত নাড়াতে দেখা যায় আবেগপ্রবণ রোনাল্ডোকেও।

পার্লামেন্টের দাবি অগ্রাহ্য করে আফগানদের বিপক্ষে খেলবেন বাটলাররা

৮ ফেব্রুয়ারী ঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে ইংল্যান্ড। ব্রিটেনের অন্তত ১৬০ জন রাজনৈতিক নেতা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অন্যতম অংশগ্রহণকারী দেশটিকে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান ম্যাচ। লাহোরে হবে সেই ম্যাচ। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেললেও আইসিসির ওপরে চাপ তৈরি করা হবে। তালেবান সরকার মহিলাদের ক্রিকেট খেলতে দেয় না। সেটার বিরুদ্ধেই সরব ব্রিটেনের পার্লামেঃট। সেই কারণেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জস বাটলারদের না খেলার আবেদন করেছিলেন রাজনৈতিক নেতারা। ইসিবির প্রধান রিচার্ড থম্পসন বলেন, ' অন্য দেশগুলো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলছে। আমাদের মনে হয় না ইংল্যান্ড একা না খেলে ব। কিছু অর্জন করবে। আমরা শুনেছি আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষদের জন্য ক্রিকেটই একমাত্র বিনোদন। সেই কারণে আমরা খেলবো। তবে আইসিসির ওপর আমরা চাপ তৈরি করবো আগামী দিনে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। আফগানিস্তানে মহিলারা যাতে আবার ক্রিকেট খেলতে পারে সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আফগানিস্তানে যা হচ্ছে সেটা ঠিক নয়। সারা বিশ্বে যখন মহিলা ক্রিকেট এগিয়ে চলেছে, তখন আফগান মেয়েদের সুযোগ না পাওয়াটা খুব হতাশার।' তালেবান প্রশাসন মহিলাদের মানবাধিকার খর্ব করছে। এই ইস্যুতে গত মাসে উত্তাল হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন। সে দেশের সাংসদের একাংশ চান, তালেবান প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিক ইসিবি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করা উচিত। পার্লামেঃটের দুই কক্ষ হাউস অব কমন্স এবং হাউস অব লর্ডসের তরফে সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়েছিল। ইসিবির সিইও রিচার্ড গোল্ডের কাছে আর্জি জানিয়ে তাতে বলা হয়েছিল, ' অধীনে আফগানিস্তানে মহিলাদের প্রতি যে ভয়াবহ আচরণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে দৃ। অবস্থান নেয়ার জন্য আমরা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার এবং

ক্রিকেট কর্তাদের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসিবিকে আমাদের অনুরোধ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ম্যাচটি বয়কট করা হোক। এই ধরনের জঘন্য আচরণ বরদাস্ত করা যায় না। আফগানিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দেয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। আফগান মহিলাদের সহমর্মিতার বার্তা দেয়ার অনুরোধ করছি ইসিবিকে। আশা করি, আফগান মহিলাদের আমরা নিরাশ করব না।' ইসিবি যদিও পার্লামেন্টের দাবি মানলো না। মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলে না অস্ট্রেলিয়া। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা খেলবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রীও ক্রিকেট বোর্ডকে আবেদন করেছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে না খেলার। কিন্তু তারাও সেই দাবি মানেনি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা (২১ ফেব্রুয়ারি), ইংল্যান্ড (২৬ ফেব্রুয়ারি) এবং অস্ট্রেলিয়া (২৮ ফেব্রুয়ারি) খেলবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com